আর্ট য়্যাণ্ড্ লেটার্স পাবলিশার্সের পক্ষে
শ্রীরণজিৎ সেন. জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
থেকে প্রকাশ করেছেন।

প্রথম প্রকাশ :
দেবীর বোধনের দিন, ১৩৬৫

দাম ঃ
সুলভ সংস্করণ—১ টাকা ৬২ নয়াপয়সা
শোভন সংস্করণ—২ টাকা

প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক করেছেন ঃ
লাইন এ্যাণ্ড্ টোন

ছেপেছেন ঃ
সুনীলকুমার রুদ্র
রুদ্র এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
(মুদ্রণ বিভাগ)
৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ

করকমলেষু

২০শে আশ্বিন, ১৩৬৫

তিন সর্গ

রঙ্গমঞ্চ

প্রহসন

ননসেন্স্

রচনা তিনটির মধ্যে তিনটি বিদেশী নাটকের ছায়া আছে।

সবিনয় নিবেদন

প্রায় বিশ বছর আগে 'রঙ্গমঞ্চ' নামে নাটকটি যখন নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ছেপে বার করেছিলাম তখন তার ভূমিকার প্রারম্ভে লিখেছিলাম ঃ "১৩০৯ সালে পৌষ মাসের নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তার এক স্থানে লেখা ছিল ঃ 'স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিৎ যে—আমার যদি অভিনয় হয় তো হইতে পারে, ন' হয় তো অভিনয়ের পোড়া কপাল, আমার কোনই ক্ষতি নাই।'............"

সেদিনের লেখা সেই ভূমিকার আজ আর বোধ করি কোন প্রয়োজন নেই। তখন এধরনের নাটকের প্রকাশক ছিল না বললেই হয়, অভিনয়ও বড় হত না। আজ নবনাট্য-আন্দোলনের কল্যাণে বহু নাট্যসংস্থা নানা নতুনতর নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এখন এমন প্রকাশকেরও অবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা লাভ লোকসানের হিসাব না করে, এই আন্দোলনের প্রতি প্রীতিবশে তরুণ নাট্যকারদের একাঙ্ক নাটকগুলি সংকলন আকারে প্রকাশ করেছেন। এই নাটকের প্রকাশকও ইতিপূর্বে আরও দু'খানি অতি-আধুনিক বাস্তববাদী নাটক প্রকাশ করে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

মোটের ওপর, নবনাট্য-আন্দোলন আজ রীতিমত মাথা চাড়া দিয়েছে। কিন্তু সে ভুঁইফোড় বা হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বনস্পতি নয়, পঁচিশ তিরিশ বছর আগে বিচ্ছিন্ন ভাবে অতি অল্প সংখ্যক নবনাট্যসৃষ্টিপ্রয়াসী লেখক ও অভিনয়-সংস্থা নাটক রচনায় ও অভিনয়ে যে নতুন সুর লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, তা তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে না পড়লেও, সেই চেষ্টার মধ্যেই যে আজকের আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল তা বোধ করি বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

সেই সময় শহরের অপেশাদার নাট্যসমিতিগুলি যখন একমাত্র পেশাদার থিয়েটারে অভিনীত নাটক-গুলির অক্ষম অনুকরণশীল অভিনয় করে চলেছেন, যখন সেই রকম অভিনয় করা ছাড়া অন্য ভাবের বা অন্য ধরনের নাটক বা অভিনয়ের কথা কল্পনাও কেউ করত না, তখন আনন্দ পরিষদ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করে এবং তাদের অভিনয় করে যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ, শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট, সবুজ সংঘ, আনন্দ মন্দির, কল্পতরু মিলনবীথি, ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও নিজেদের লেখা মৌলিক নাটক অথবা বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ লিখিয়ে এবং তাদের অভিনয় করে, নবনাট্য-আন্দোলনের আওয়াজ না তুলেও অন্তত দেশের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সমাজের কাছে এই তথ্য প্রমাণিত করেছিলেন যে,

গতানুগতিকভাবে পেশাদার মঞ্চের নাটক ও তাদের অভিনয় ছাড়াও, অন্য ধরনের নাটক লেখা যেতে পারে ও তাদের সুঅভিনয় হতে পারে, শুধু তাই নয়, দিন আগত ওই, নতুনতর নাট্যসৃষ্টি ও অভিনয় ধারা—তারা আসছে!

সেই সব নবনাট্যসৃষ্টিপ্রয়াসী তরুণ লেখকদের বা অভিনয়-সংস্থার সভ্যদের অবস্থা অনুকূল ছিল না মোটেই, কোন পূর্বগামীদের প্রদর্শিত পথের নিশানা তাঁদের ছিল না, প্রতি পদে ছিল সংশয় আর বাধা। তার ওপর ছিল গোঁফ কামিয়ে পুরুষদের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করার বিড়ম্বনা। তা সত্ত্বেও তাঁদের সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টা চিন্তাশীল সমালোচকদের দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট অভিনীত স্বর্গত অনিল ভট্টাচার্যের 'অকল্যাণীয়া' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের কয়েকটি নাটক, সবুজ সংঘের স্বর্গত শৈলেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা রাজনৈতিক নাটক 'সৃষ্টির সুর' ও শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে', আনন্দ মন্দিরের রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'—এই সব নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ না করলেও এক শ্রেণীর প্রগতিকামী দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

এই প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালের ২২শে জানুয়ারী তখনকার দিনের একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল:

"ভালো নাটকের একান্ত অভাব—এই কথাটা আজকাল শোনা যাচ্ছে। সত্যিই যে ভাল নাটকের অভাব একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভালো নাটক সংগ্রহের চেষ্টাও তো কই কোনো নাট্য-সম্প্রদায়কেই করতে

দেখ্‌ছি না। শুধু আক্ষেপ আর হাহুতাশ করলেই ত' নাটকের অভাব দূর হবে না। শক্তিশালী লেখকদের নাট্যরচনায় প্ররোচিত করতে পারলে তবে তো ভালো নাটক পাওয়া যাবে।

"এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে শক্তিশালী লেখক যাঁরা, তাঁরা কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করছেন না? তার উত্তরে এই কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে নাটক লিখে থিয়েটারের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে তাঁরা লজ্জা বোধ করেন। 'নাটক' যদি কোনো প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় না হয় তাহলে সে নাটক লেখা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ অনভিনীত নাটক এদেশে একখানিও বিক্রয় হয় না। সুপাঠ্য সাহিত্য হিসাবে ওদেশে যেমন নাটকের একটা আদর আছে, এদেশের নাট্যসাহিত্য এখনো সে মর্যাদা লাভ করতে পারে নি।

"কাজেই, নাটকের ভবিষ্যৎ এখানে সম্পূর্ণ নির্ভর করে অভিনয়-সাফল্যের উপর। অতএব নাট্যসম্প্রদায়ের মালিক বা অধ্যক্ষই প্রকৃতপক্ষে নাটকের ভাগ্য-বিধাতা! এই ভাগ্যবিধাতার প্রসন্নদৃষ্টি ও অনুগ্রহলাভের জন্য নূতন নাট্যকারদের নূতন পাদুকা থিয়েটারের দরজায় হাঁটাহাঁটি করে জীর্ণ হয়ে পড়ে। যাঁরা শক্তিশালী লেখক তাঁরা বাংলার নাট্যসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করবার আগ্রহে এই হীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। নাট্যসম্প্রদায়ও পাছে মূল্য দিতে হয় এই ভয়ে তাঁদের কাছে এগুতে সাহস করেন না, দরজার কাছেই যে সব খেলো নাট্যকারদের পান, তাদের ধরেই লোকভুলানো নাটক লিখিয়ে নেন।

"শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তীর রচিত 'চাকার নীচে' শীর্ষক একখানি উচ্চ শ্রেণীর নাটক আজও পর্যন্ত কোনো রঙ্গালয় অভিনয় করতে সাহস করেন না। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর একখানি অপূর্ব নাটক 'মাটির মানুষ' বহুকাল অনভিনীত পড়ে রয়েছে। এই সব দেখে শুনেই নূতন নাটক লিখতে কোনও শক্তিশালী লেখকই তাঁব মূল্যবান সময় অপব্যয় করতে চান না। সুতরাং ভালো নাটক যে পাওয়া যায় না তার জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে নাট্য-সম্প্রদায়গুলি স্বয়ং।

"অবৈতনিক বা সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় কেউ কেউ বরং এদিক দিয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয় নি এখনো, কিন্তু, ছেলেরা তা' নাটকে রূপান্তরিত করে নিয়ে বহু আগেই অভিনয় করে দেখিয়েছেন যে কী সুন্দর একখানি নাটক সৃষ্টি হতে পারে এই 'দত্তা' অবলম্বনে। সেদিন বাগ-বাজারের 'সবুজ সঙ্ঘে'র ছেলেরা শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' অভিনয় করে এই কথাটিই সপ্রমাণ করেছেন যে চেষ্টা, উদ্যম, অধ্যবসায় ও সর্বোপরি সূক্ষ্ম রসবোধ থাকলে কখনো ভালো নাটকের অভাব হয় না।

"শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন সুসাহিত্যিক। তিনি মাত্র সাতটি দৃশ্যের মধ্যে 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসখানি একখানি অভিনব সুন্দর নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও লিপিকুশলতার আমরা মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করছি। নাটক রচনা থেকে অভিনয়ের প্রযোজনা সমস্তই তিনি দক্ষ শিল্পীর মতো সুসম্পন্ন করেছেন। নিজে

প্রিয়নাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এমন সুচারু অভিনয় করেছেন যে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ বলে অভিনন্দিত না করে পারা যায় না।”

সংবাদপত্রের এই লেখাটি উদ্ধৃত করে এই কথাই জানাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে তখনকার দিনের সেই মুষ্টিমেয় কয়েকটি নবনাট্যসংস্থার প্রচেষ্টা সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

‘বামুনের মেয়ে’-র সাফল্যে উৎসাহ বোধ ক’রে আর একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ সে-সময়ে একখানি দুরূহ উপন্যাস রূপে বিবেচিত হ’ত। মনে হয়েছিল, তার মধ্যে নাটকের উপাদান আছে এবং তাকে নাটক করে অভিনয় করা যেতে পারে। লিখলাম। তারপর পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে জানালাম আমার আস্পর্ধার কথা। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে। ফেরৎ ডাকে উত্তর এলো—“কল্যাণীয়েষু, যোগাযোগ প্রধানত উপাখ্যান, এর মধ্যে নাট্যপ্রকৃতি আছে বলে আমার মনে হয় না। তুমি যদি একে নাট্যরূপ দিতে পেরে থাক তো ভালই। যখন শোনাবে তখন তার বিচারের সময় হবে। ইতি”

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচার হয়েছিল। তিনি নিজেই বিচার করেছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি যখন কলকাতায় এসে বরাহনগরে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের বাগানবাড়ীতে উঠেছিলেন, সেই সময় তাঁর নির্দেশমত একদিন অপরাহ্ণ বেলায় তাঁর কাছে নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলাম। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

হলঘরে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। পায়ের কাছে বসলাম আমরা। ঘরে আর কেউ ছিল না। মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। রীতিমত হৃৎকম্প হচ্ছে। তাঁর লেখা কেটেছি, জুড়েছি, স্থানে স্থানে নিজের ভাষা লাগিয়েছি, সংলাপ ঢুকিয়েছি, সেই লেখা তাঁর সামনে পড়তে হবে!

খাতা খুলে ধীরে ধীরে পড়তে সুরু করলাম। জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তিমাভা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা। গৌরীশৃঙ্গের মতো অভ্রভেদী শুভ্র মহিমায় আমার সামনে বসে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহিমময় বিরাট পুরুষ নিঃশব্দে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার পাঠ শুনছেন। সে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

ধীরে ধীরে সমগ্র নাটকটি পড়লাম। এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগল। পড়া শেষ করে মুখ তুলে চাইলাম। মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন—'গেঁথেছো ভালোই'। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করলেন। তারপর নাটকের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আপত্তি জানালেন। নাটকের শেষে আমি কুমুর দাদা বিপ্রদাসের মৃত্যুদৃশ্যের সৃষ্টি করেছিলাম। বললেন—'বিপ্রদাসের মরা চলবে না। তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তাকে নিয়ে আমি আবার লিখবো।' তারপর যোগাযোগের অন্তর্নিহিত মর্মকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। অবশেষে বললেন—'মনে করেছিলাম, এ বইএর নাট্যরূপ হয় না। এখন দেখছি হয়।'

সেই দিনটিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। তাঁর বইএর ওপর আমার লেখনী চালনা তাঁকে অখুসী করেনি,

এর চেয়ে অধিক গৌরব আর আমার কি হ'তে পারে। কয়েকদিন পরে আনন্দ মন্দিরের সভ্যরা বিশিষ্ট দর্শক ও সমালোচকদের সামনে এই নাটকের অভিনয় করেছিলেন।

সেই যুগে কয়েকজন নবনাট্যসৃষ্টিপ্রয়াসী লেখকের মধ্যে যে প্রেরণা এসেছিল, তারই খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে মনে করেই অনিবার্যভাবে কিছু ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করতে হল।

যুগধর্মের এই নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বর্গত অনিল ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'অকল্যাণীয়া,' বিধায়ক ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'দেহযমুনা.' 'এই কি লেটেস্ট,' 'তনু অতনু,' অনিল ও বিধায়ক দু'জনে মিলে লিখেছিলেন 'পশ্চিমে হাওয়া,' 'পুনর্মূষিকোভব' ও 'অতি আধুনিক' এবং একাধিক সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, নষ্টনীড় এবং অন্য আরও কয়েকটি মৌলিক নাটক লিখে তাদের অভিনয় করবার প্রেরণা পেঁয়েছিলেন। সেই সময়কার শক্তিমান অতি আধুনিক লেখকরাও কয়েকটি জোরালো ও সাহিত্যরসসমৃদ্ধ একাঙ্কিকা রচনা করেছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তীর 'যখন তারা কথা বলবে', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আইসি এস' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কালবৈশাখী'—এই তিনটি নাটকের কথা মনে পড়ছে। এ ছাড়া মন্মথ রায়ের অনেকগুলি একাঙ্কিকা বাংলা সাহিত্যের এই অবহেলিত বিভাগের উন্নতিসাধনে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

এইবার সোজা কথায় স্বীকার করা যেতে পারে যে সেই

সময়কার নবনাট্যসংস্থার সভ্যদের সেই প্রেরণার মূলে ছিল, নবযুগপ্রবর্তক শিশিরকুমারের অলোকসামান্য প্রতিভার দিব্যদীপ্তি! সাধারণ মঞ্চেও সেই সময় নতুন যুগের আলো পড়েছে। গতানুগতিক নাটকের অভিনয় ছাড়াও সেখানেও সাহসের সঙ্গে নতুন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট যে হয়নি তা নয়। ১৯২৭ সাল বা ঐ সময়ে আর্ট থিয়েটার শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর প্রযোজনায় প্রথম একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'। তারপর গৃহপ্রবেশ ও চিরকুমার সভা, এই দুই নাটকের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে নাট্যনিকেতনে শচীন সেনগুপ্তের নতুনতর নাটক 'ঝড়ের রাতে-র' অভিনয় রসিক-মহলে রীতিমতো আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

ঋণ স্বীকারে অগৌরব নেই। বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশির-কুমারের আবির্ভাবের পর তাঁর সঙ্গে যে আরও কয়েকজন শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সাধারণ মঞ্চেও নবযুগধর্মী নাটকের অভিনয় হয়েছে একথা বললে পরবর্তী কোন যুগের নবনাট্য-আন্দোলন খাটো হবে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আজকের নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর একখানি সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে সেই সময়কার দু'একজন শক্তিশালী নট ও অভিনয়-ধারা সম্পর্কে অযথা ও অহেতুক কটূক্তি করেছেন। না করলেও চলত। যুগ বদলাচ্ছে। রচনা-রীতি বদলাচ্ছে। অভিনয়পদ্ধতি বদলাচ্ছে। এই পরিবর্তনই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখন্‌ভঙ্গীকে আজ আমরা

অনুসরণ করি না। শরৎচন্দ্রের রচনারীতিও হয়ত ক্রমে অব্‌সোলীট হয়ে পড়ছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ কম নয়। নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও গৈরিক পতাকা আজ অচল হলেও, তাঁদেরও দিন ছিল এবং দান ছিল।

অনাগতকালে এমন দিন হয়ত আসবে যখন আজকের এই নবনাট্যআন্দোলনকারীদের নাট্যসৃষ্টি ও অভিনয়পদ্ধতি নিতান্তই দুর্বল ও অসার বলে মনে হবে। তখন হয়ত রোমের অ্যাম্‌ফিথিয়েটারের অনুসরণে উন্মুক্ত এরিনায় স্টেডিয়মসদৃশ চতুস্কোণ প্রেক্ষাগারে দশহাজার দর্শকের সামনে নতুনতর দৃশ্য সংস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের জীবনের সমস্যার সঙ্গে সত্যকার সম্পর্কযুক্ত অধিকতর বাস্তববাদী নাটকের অভিনয় হবে নতুনতর আঙ্গিকে। তখনকার দর্শকের কাছে হয়ত আজকের এই উত্তাপহীন ঠাণ্ডা নিস্প্রাণ বদ্ধ ঘরের মধ্যে, সীন টাঙানো অপরিসর মঞ্চে, বিদেশী- রচনা -থেকে -আহরণ -করা- আমাদের-জীবনের-সঙ্গে বেমানান-বিষয়বস্তু-নিয়ে-লেখা নাটকে নায়িকার অতি-নাটকীয় অভিনয় নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হবে। কিন্তু তাই বলে সেই নতুন যুগের দর্শক ও রসিক সমাজের পক্ষে আজকের এই নবনাট্যআন্দোলনকে একেবারে অস্বীকার করা বোধ করি যুক্তিযুক্ত হবে না। এক যুগে একদল রাস্তা তৈরী করে, পথ দেখায়, পরের যুগে আর-একদল এগিয়ে চলে, নতুন পথ খুঁজে বার করে—এমনি করেই তো মানুষ তার লক্ষ্যপথে অবিরাম ছুটে চলেছে।

৭, ১০, ৫৮ — অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

র ঙ্গ ম ঞ্চ

পরিচয়

কল্পনা-জগতের পাত্র-পাত্রী

পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠী	....	....	হিন্দুরাজ্যের কাঞ্চিপুর ধামের ধনী নাগরিক
দেবদত্ত	....	....	তাঁর পুত্র
জ্ঞানাঙ্কুর	....	....	দেবদত্তের বন্ধু
সুদেব	....	....	দেবদত্তের বন্ধু
পরাশর	....	....	সুদেবের বন্ধু
রত্নেশ্বর উপাধ্যায়	....	....	নায়ক
মালবিকা	....	....	নায়িকা, নটী

অতিথি, ভৃত্য প্রভৃতি।

বাস্তব-জগতের পাত্র-পাত্রী

প্রফেসর ননী রুদ্র	....	....	নায়ক
মুকুলমালা	....	....	নায়িকা, ফিল্মষ্টার

দর্শক, থিয়েটার-ম্যানেজার, স্মারক, গার্ড, পরিচালক,

নাট্যসমালোচক এবং আরও অনেক লোক।

রঙ্গমঞ্চ

প্রথম দৃশ্য

কাঞ্চিপুর। পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠীর ঘর। সম্প্রতি কোন
খবরে শ্রেষ্ঠী মহাশয় বিষম উত্তেজিত। ঘরের
মধ্যে সবেগে পদচারণা করিতেছেন। সঙ্গে
আছে, দু'জন সমবয়সী অতিথি

পুরুষোত্তম। আমার ছেলে দেবদত্ত! সে কি না শেষ কালে····
না, না, এ অসম্ভব। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

১ম অতিথি। আমিও তো তাই বলছি····

পুরুষোত্তম। (থামিলেন) কি বলছ! বলছ কি তুমি?

১ম অতিথি। বলছি যে····বলছি যে, এই মনে কর, দেবদত্তকে তো চিরকাল ভালছেলে বলেই জানি। সে কি না শেষকালে····

২য় অতিথি। নিশ্চয় ভালছেলে। যেমন শান্তশিষ্ট, তেমনি ভদ্র। কখনো আমাদের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয় না।

পুরুষোত্তম। (চলিতে চলিতে) অসম্ভব।

২য় অতিথি। না, না, অসম্ভব নয়। সত্যিই সে অতিশয় ভদ্র····

১ম অতিথি। অমায়িক এবং নম্র।
পুরুষোত্তম। অবিশ্বাস্য।
১ম অতিথি। তাই তো আমিও ভাবছি। অবিশ্বাস্য।
পুরুষোত্তম। নিজের কানে শুনেছো তোমরা ?
১ম অতিথি। অবশ্য।
২য় অতিথি। স্বকর্ণে।
পুরুষোত্তম। উঃ, অসহ্য। কল্পনাতীত।

দেবদত্তর বন্ধু জ্ঞানাঙ্কুর প্রবেশ করিল

জ্ঞানাঙ্কুর। কি অসহ্য জ্যাঠামশায় ?
পুরুষোত্তম। এই যে জ্ঞানাঙ্কুর! দেবদত্তর সম্বন্ধে এ-সব কি শুনছি বাবা! একি সর্বনাশ হ'ল!
জ্ঞানাঙ্কুর। (সভয়ে) কেন! কি হ'ল? তার কি কোন বিপদ ঘট্‌ল ইতিমধ্যে ?
পুরুষোত্তম। তুমি শোননি ?
জ্ঞানাঙ্কুর। না, আমি তো কিছু শুনিনি। কি হয়েছে তার ?
১ম অতিথি। কাল রাতে বিপনী-পল্লীতে যে কোলাহল ঘটেছিল, আমরা তারই কথা বলছিলাম। কিছু কুৎসা রটেছে।
পুরুষোত্তম। অবনীর পণ্যশালায় সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার! দেবদত্ত সেই স্ত্রীলোকটার পক্ষ অবলম্বন ক'রে

সকলের সঙ্গে তর্ক করলে····সেই ঘৃণ্য স্ত্রীলোকটা ...কি যেন তার নাম····অসহ্য····কল্পনাতীত।

জ্ঞানাঙ্কুর। কুৎসা! স্ত্রীলোক! কে সে স্ত্রীলোক?

২য় অতিথি। সেই যে গো! মালবিকা, নটী মালবিকা····

জ্ঞানাঙ্কুর। ও, মালবিকার কথা বলছেন?

পুরুষোত্তম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে-ই! তুমি তাকে জান?

জ্ঞানাঙ্কুর। তাকে কে না জানে?

পুরুষোত্তম। তাহলে দেবদত্তও তাকে জানে! তাহলে এ সত্যি? অ্যাঁ। দেবদত্তও জানে তাকে। উঃ, অসহ্য। অভাবনীয়।

জ্ঞানাঙ্কুর। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আসল ব্যাপারটা কি?

পুরুষোত্তম। সেই স্ত্রীলোকটার পক্ষ অবলম্বন ক'রে সে তার বন্ধু সুদেবের সঙ্গে কলহ করেছে।

২য় অতিথি। হাতাহাতির উপক্রম।

১ম অতিথি। রক্তারক্তি····

জ্ঞানাঙ্কুর। বলেন কি!

২য় অতিথি। না। অবশ্য অতদূর গড়ায়নি····

পুরুষোত্তম। কিন্তু এ অসহ্য, কল্পনাতীত। ঐ রকম একটা স্ত্রীলোকের পক্ষ নিয়ে তর্ক করা, বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ········

জ্ঞানাঙ্কুর। কিন্তু জ্যাঠামশায়! আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন।

১ম অতিথি। (বিস্মিত) বৃথা!

২য় অতিথি। বৃথা! (প্রথমের মুখের দিকে চাহিয়া তারপর মুখ ফিরাইয়া) বল কি হে জ্ঞানাঙ্কুর? এত বড় একটা ব্যাপার....

জ্ঞানাঙ্কুর। কিসের ব্যাপার! তর্কের খাতিরে অনেক সময় লোকে ও-রকম অনেক কথাই ব'লে থাকে মশায়।

পুরুষোত্তম। কিন্তু ঐ রকম একটা কুখ্যাত স্ত্রীলোককে নিয়ে তর্ক! শহর সুদ্ধ ঢিঢিক্কার!

জ্ঞানাঙ্কুর। শহরের সর্বত্রই তো এখন মালবিকার কথায় পঞ্চমুখ। পণ্যশালায়, নাট্যশালায়, পানশালায়, খেলার মাঠে, প্রমোদ-আসরে—এখন তো শুধু নটী মালবিকার কথাই চলেছে। আপনিও তার সম্বন্ধে শুনেছেন নিশ্চয়ই?

পুরুষোত্তম। শুনেছি। একটা লোক তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে।

১ম অতিথি। সে ছিল এক শিল্পী।

২য় অতিথি। তার নাম ছিল পুরন্দর।

১ম অতিথি। বড় ভাল ছেলে ছিল এই পুরন্দর।

২য় অতিথি। আহা! বিঘোরে প্রাণটা খোয়ালে!

পুরুষোত্তম। অসহ্য। অসহ্য। কল্পনাতীত। চরম সর্বনাশ।

জ্ঞানাঙ্কুর। কেন উতলা হচ্ছেন জ্যাঠামশায়! একজন

আত্মহত্যা করেছে ব'লে কি আরও সকলে তার জন্যে মরবে !

১ম অতিথি। আশ্চর্য কি !

২য় অতিথি। শুনেছি, ঐ মেয়েটা মায়া জানে।

জ্ঞানাঙ্কুর। আপনার মাথা জানে।

২য় অতিথি। (রাগিয়া) কি অকাল-পক্ক নব্য ছোকরা। তুমি আমার মস্তক সম্বন্ধে পরিহাস কর !

জ্ঞানাঙ্কুর। ভুল করছেন! মস্তক সম্বন্ধে নয়, মস্তিষ্ক সম্বন্ধে।

১ম অতিথি। সে তো আরও গুরুতর পরিহাস। পুরুষোত্তম, ভ্রাত ! এরূপভাবে অপমান সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত নই।

পুরুষোত্তম। খপ্পরে পড়েছে, বেচারা দেবদত্ত খপ্পরে পড়েছে। জ্ঞানাঙ্কুর, বৎস, তুমি আমায় সাহায্য কর। দেবদত্তকে ফেরাও।

জ্ঞানাঙ্কুর। কোথায় গেছে সে ?

১ম অতিথি। পুরুষোত্তম, তাহলে আমরা চললাম। এমন বিষম অপমান....

পুরুষোত্তম। হ্যাঁ, অপমান বৈকি ! সমগ্র বংশের অপমান ! পিতৃ-পিতামহের অপমান ! হ্যাঁ, তোমরা যাও, এ-অপমানের মধ্যে তোমরা কি করবে ! তোমরা কি করতে পার বল !

দেবদত্ত প্রবেশ করিল

পুরুষোত্তম। এই যে দেবদত্ত!

১ম অতিথি। বাঁচা গেল। দেবদত্ত ফিরে এসেছে।

২য় অতিথি। পরম সান্ত্বনা। বাঁচা গেল।

দেবদত্ত। (বিস্মিত) কি হয়েছে? ব্যাপার কি! আপনারা এমন ক'রে হাঁপাচ্ছেন কেন?

পুরুষোত্তম। (তার কাছে গিয়া) দেবদত্ত, বাবা! একি কাণ্ড করেছো তুমি! এই ভদ্রলোকরা বলছিলেন....

দেবদত্ত। (বিমূঢ়) কি বলছিলেন এঁরা? ও, বুঝেছি। (রাগিয়া) অবনীর দোকানের সেই কুৎসার কথা তো! আশ্চর্য ব্যাপার! এরই মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে! নাগরিকদের মুখে ও-ছাড়া আর কথা নেই। বন্ধুরা মুখ টিপে হাসছে। কেউ বা এসে জিজ্ঞেস করছে, 'মালবিকা দেবীর খবর কি বন্ধু'! বলি, আপনাদের কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

১ম অতিথি। কিন্তু অবনীর পণ্যশালায় তুমি তো সেই মেয়েটার পক্ষ সমর্থন ক'রে সুদেবের সঙ্গে তর্ক করেছিলে....

২য় অতিথি। এবং শেষ পর্যন্ত কলহ....

দেবদত্ত। সে কিছু নয়। শিল্পী পুরন্দরের আত্মহত্যা নিয়ে কথা উঠ্‌লো। সুদেব মালবিকার সম্বন্ধে এই সম্পর্কে অত্যন্ত কঠিন কথা ব্যবহার করতে

লাগল। তর্কের খাতিরে তখন আমি তার যুক্তি খণ্ডন করবার জন্যে মালবিকার পক্ষে দু'চারটে কথা বললাম। কিন্তু সে নিছক তর্ক! আমি যা বলেছিলাম, তার মধ্যে হয়ত অতি-শয়োক্তি ছিল। আজ আমরা একটা কথা এক প্রকারে ভাবি, কাল ভাবি অন্য রকমে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কাল যদি সুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি স্বচ্ছন্দে স্বীকার করব যে, সে-ই ঠিক, ভুল হয়েছে আমারই।

১ম অতিথি। স্বীকার করবে?

দেবদত্ত। কেন করব না? সুদেব আমার বহুদিনের বন্ধু। তার সঙ্গে বাজে তর্ক····

২য় অতিথি। (প্রথম অতিথির প্রতি) তাহলে কলহ মিটে যাবে, কি বল হে, অ্যাঁ····

১ম অতিথি। (নিরুৎসাহ হইয়া) হ্যাঁ, তা মিট্‌বে বৈকি! কিন্তু কুৎসাটা রীতিমত পেকে উঠেছিল।

জ্ঞানাঙ্কুর। (রাগিয়া) কুৎসা পাকেনি মশায়; পেকেছে আপনাদের মাথা।

১ম অতিথি। আবার তুমি আমাদের ব্যঙ্গ করছ!

পুরুষোত্তম। থাক, থাক, জ্ঞানাঙ্কুর। উত্তেজিত হ'য়ো না। এঁরা বৃদ্ধ ভদ্রলোক····

জ্ঞানাঙ্কুর। হ্যাঁ, বৃদ্ধ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু····

দেবদত্ত। (হাসিয়া) আপনাদের এখন শনৈ শনৈ স'রে পড়াই বিধেয় বলে মনে হচ্ছে। জ্ঞানাঙ্কুর যেরূপ কোপন-স্বভাব, তাতে ক'রে কিছু একটা অঘটন ঘটা বিচিত্র নয়।

১ম অতিথি। অ্যাঁ। বল কি!

২য় অতিথি। পুরুষোত্তম, ভ্রাত! তাহলে বিদায়।

কিছুক্ষণ চুপিচুপি উভয়ে কি বলাবলি করিল, তারপর দ্রুত প্রস্থান

পুরুষোত্তম। (খুশি হইয়া) যাক, বাঁচা গেল। তোমরা এখন আলাপ কর। আমি কার্যান্তরে যাই। জান দেবদত্ত! জ্ঞানাঙ্কুর তোমার অকৃত্রিম বন্ধু, এতক্ষণ তোমার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ও-সকল কথায় আর দরকার নেই। তোমরা ব'সো, আমি চললাম।

প্রস্থান

দেবদত্ত। কি হে! তাহলে তুমিও মালবিকার পক্ষ নিয়ে কথা বলছিলে নাকি! কি বলছিলে, আমি শুনতে চাই।

জ্ঞানাঙ্কুর। যেতে দাও না ভাই ও-কথা। পক্ষ অবলম্বনের বিপদ তো বড় কম নয়।

দেবদত্ত। না, তুমি বল, আমি শুনতে চাই। আমি দেখতে

চাই, আমি যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছিলাম, তুমিও সেগুলো ব্যবহার করছো কি না। যেমন ধর, কাল আমি এইভাবে তর্ক শুরু করেছিলাম ঃ শিল্পী পুরন্দর যেদিন মালবিকাকে বিবাহ করবার জন্যে স্থির করেছিল, তার আগের দিন মালবিকা রত্নেশ্বর উপাধ্যায়ের সঙ্গে পলায়ন করলে,—এর দ্বারা সে পুরন্দরের সর্বনাশ করলে, তার প্রতি এই যে অভিযোগ, এ-অভিযোগ আমি স্বীকার করি না। আমার মতে পুরন্দরকে যদি মালবিকা বিবাহ করত, তাহলেই পুরন্দরের চরম সর্বনাশ হ'ত।

জ্ঞানাঙ্কুর। ঠিক। আমারও ঠিক ওই মত। মালবিকারও বোধ করি ওই মত। সেই কারণেই সে শেষ পর্যন্ত পুরন্দরকে বাঁচাবার জন্যেই অন্য লোকের সঙ্গে চ'লে গিছল।

দেবদত্ত। (সজোরে) মোটেই না। এখন আমি বুঝতে পারছি সুদেবই ঠিক বলেছিল। মালবিকা যে রত্নেশ্বর উপাধ্যায়ের সঙ্গে পালিয়ে গিছল, তা কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—এ হ'ল তার চরিত্রের স্বভাবগত শিথিলতা, পুরন্দরের প্রতি সে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। সুদেবের এ-উক্তি এখন আমি স্বীকার করি।

জ্ঞানাঙ্কুর। তাহ'লে তুমি মত পরিবর্তন করলে! লোকে যে তাহ'লে বলাবলি করছিল, মালবিকার প্রতি কোন এক গোপন আকর্ষণের ফলেই তুমি তার পক্ষ অবলম্বন করেছিলে, সেটা তাহলে ভুল ?

দেবদত্ত। (বিস্মিত) গোপন আকর্ষণ....মালবিকার প্রতি.... আমি....

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। শ্রেষ্ঠী সুদেব এসেছেন।

দেবদত্ত। (সানন্দে) পাঠিয়ে দাও। পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্যের প্রস্থান। সুদেবের প্রবেশ

সুদেব। এই যে দেবদত্ত! জ্ঞানাঙ্কুর, ভাল আছ তো!

জ্ঞানাঙ্কুর। এসো সুদেব! স্বাগতম।

সুদেব। (দেবদত্তকে) দেবদত্ত, আমি তোমাকে বলতে এসেছি ভাই যে, কল্যকার তর্কবিবাদের জন্যে আমি বড়ই দুঃখিত এবং অনুতপ্ত।

দেবদত্ত। আরে ভাই, আমিও তাই! আমি তো ভাবছিলাম, এখনি তোমার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আসবো।

সুদেব। তাই নাকি! যাক, তুমি আমাকে বাঁচালে দেবদত্ত। কা'ল সারারাত মনের মধ্যে বড়ই অশান্তি অনুভব করেছি।

দু'জনে দু'জনের হাত ধরিল

জ্ঞানাঙ্কুর। চমৎকার দৃশ্য।

সুদেব। জান জ্ঞানাঙ্কুর! দেবদত্ত আর আমি দু'জনে আজীবন বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব অনর্থক ভেঙে যেতে বসেছিল।

দেবদত্ত। না, না, অতখানি চরম অবস্থায় আমরা উপনীত হইনি সুদেব।

সুদেব। কাল তর্কবিতর্কের মূল তথ্যটি আমি মনে মনে সারারাত আলোচনা করেছি। দেবদত্ত তার সংস্কারমুক্ত মনের যে উদারতার দ্বারা মালবিকাকে সমর্থন করেছিল, সে উদারতাকে উপলব্ধি করা আমার উচিত ছিল।

জ্ঞানাঙ্কুর। (হাসিয়া) তাহলে এখন তুমি স্বীকার করছ যে, দেবদত্তর যুক্তি ঠিক, তোমার যুক্তি ভুল ?

সুদেব। হ্যাঁ, অকপটে স্বীকার করছি। তাছাড়া দেবদত্তর মনের শক্তি এবং সাহস, তারও প্রশংসা করছি। সমস্ত লোক সেই নারীর বিরুদ্ধে, আর একা দেবদত্ত তার পক্ষে........

দেবদত্ত। (বিমূঢ় এবং আহত) এ-সব তুমি কি বলছ সুদেব!

সুদেব। ঠিকই বলছি। তোমার মনের প্রসারতা আর সাহস, তোমার যুক্তির অখণ্ডনীয়তা, সেই অসহায় নারীর প্রতি তোমার মমত্ব....

দেবদত্ত। (রাগিয়া) প্রলাপ! তুমি প্রলাপ বকছ সুদেব···· তুমি····আমাকে অপদস্থ····তুমি····এখন····

জ্ঞানাঙ্কুর। তাই তো! তাহলে সুদেব, তুমি এখন সেই নারীর পক্ষ অবলম্বন করেছো!

সুদেব। (বুঝিতে না পারিয়া) কিন্তু দেবদত্ত সমস্ত জনতার বিরুদ্ধে কাল তার পক্ষ সমর্থন করেছিল। ওর যুক্তির খণ্ডনে কারুর কণ্ঠ দিয়ে স্বর নির্গত হয়নি! ওর দরাজ প্রাণের অসীম দরদ····

দেবদত্ত। চুপ কর, চুপ কর সুদেব! তুমি একটি পূর্ণাঙ্গ অর্বাচীন, প্রহসনের বিদূষক, নাট্যমঞ্চের সঙ্!

সুদেব। (চমকিত) এ তুমি কি বলছ দেবদত্ত! আমি এখানে এসেছিলাম তোমার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করতে, আর তুমি····

দেবদত্ত। তুমি মহা মূর্খ।

সুদেব। (বিস্মিত ও অপমানিত) সে কি!

দেবদত্ত। আমি বলছি তুমি একটি সঙ্।

সুদেব। দেবদত্ত, অনর্থক তুমি কেন এ-ভাবে আমাকে অপমান করছ। আমি জানতে চাই এর মানে কি?

জ্ঞানাঙ্কুর। সুদেব! তুমি যেমন এখন ওর মতকে স্বীকার করছ, দেবদত্ত তেমনি এখন তোমার মতকে স্বীকার করছে!

সুদেব। আমার মতকে স্বীকার করছে! আশ্চর্য!

জ্ঞানাঙ্কুর। হুবহু। মালবিকার বিরুদ্ধে কাল তুমি যে-সব বাক্য প্রয়োগ করেছিলে, তা ও এখন যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে করছে।

দেবদত্ত। (সুদেবকে লক্ষ্য করিয়া) আর তুমি এখন এসেছো অর্বাচীনের মত আমায় বলতে যে, আমার যুক্তিই ঠিক! কাল আমায় জনতার সামনে অপদস্থ করলে, এমন সব কথা আমায় বলতে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত করলে, যা আমি কোন দিন কল্পনাও করিনি, আর আজ এখন এসে বলছ, আমি ঠিক বলেছি, আর তুমি ভুল বলেছ! কাল তর্ক করবার আগে এ বুদ্ধি ঘটে আসেনি? শোন তোমায় বলে দিচ্ছি সুদেব, আমার যুক্তি যে ঠিক আর তোমার যুক্তি যে ভুল, এ-কথা বড় গলায় প্রচার করে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট হয়েছে।

সুদেব। কিন্তু....

জ্ঞানাঙ্কুর। বুঝছো না সুদেব! তুমি যদি এখন বলতে থাকো যে, দেবদত্তর যুক্তিই ঠিক, আর তোমার যুক্তি ভুল, তাহলে এই কথা প্রমাণিত হবে যে, মালবিকার প্রতি দেবদত্ত যে একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ অনুভব করে, এ-কথা তুমিও জান এবং সেই কারণেই দেবদত্ত অমনভাবে তোমার বিরুদ্ধে তার পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

সুদেব। (ক্ষুব্ধ ও রাগতভাবে) কিন্তু আমি ওর বাড়িতে এলাম আর নিজের বাড়িতে পেয়ে ও আমায় এমনভাবে অপমান করলে! আমায় বল্‌লে, সঙ্‌, অর্বাচীন বিদূষক!

দেবদত্ত। বাড়িতে বলব, রাস্তায় বলব, হট্টশালায় বলব···· তুমি একটি সঙ্‌····

সুদেব। জিহ্বা সংযত কর দেবদত্ত।

দেবদত্ত। সঙ্‌········অর্বাচীন····বিদূষক!

সুদেব। বেশ। আমি এখন চললাম। কিন্তু আবার দেখা হবে। এ-অপমান ভুলব না।

জ্ঞানাঙ্কুর। শোন, শোন সুদেব! অনর্থক····

দেবদত্ত। যেতে দাও ওকে।

সুদেবের প্রস্থান

জ্ঞানাঙ্কুর। সুদেব!

সুদেবের পিছনে পিছনে প্রস্থান]

ক্ষণকাল পরে অন্য দিক দিয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একজন নাগরিকা আপনার দর্শনপ্রার্থী। এই লিপি দিলেন। (পত্র দান)

পত্র পড়িয়া দেবদত্ত সন্ত্রস্ত হইল

দেবদত্ত। কোথায় তিনি?

ভৃত্য। প্রাঙ্গনে বিশ্রাম করছেন।

দেবদত্ত। সসম্ভ্রমে নিয়ে এসো।

ভৃত্যের প্রস্থান। কয়েক মুহূর্ত পরে মালবিকার প্রবেশ

দেবদত্ত। মালবিকা দেবী! আমার কি সৌভাগ্য।

মালবিকা স্থির অচঞ্চল এবং উদাস,
দুই চোখ যেন কোন্ সুদূরে
কিসের অন্বেষণে ব্যাপৃত

মালবিকা। সৌভাগ্য আপনার নয় ভদ্র। সৌভাগ্য আমার। আমি আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে এসেছি। এ-পৃথিবীতে আপনিই আমার সবচেয়ে দরদী বন্ধু।

দেবদত্ত। (হতবুদ্ধি) না, না, আমি····আপনি ঠিক হয়ত বুঝতে পারছেন না····

মালবিকা। বুঝতে পারিনি? এও যদি বুঝতে না পারি, তাহলে ধিক আমার নারীত্বে! সমগ্র জনতার বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থনে আপনি যে কতখানি সাহস আর উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমি বুঝতে পারিনি? পেরেছি। শুধু তাই নয় বন্ধু, আমার সম্বন্ধে আপনি যে-সমস্ত কথা বলেছেন আমার পক্ষ সমর্থন ক'রে, সে-সমস্ত কথা

সারা রাত আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে। আপনার কথার ভিতর দিয়ে আমি নতুন ক'রে চিনেছি আমাকে, নতুন ক'রে জেনেছি, পেয়েছি আপনার কাছে এক নতুন উজ্জীবন-মন্ত্র।

দেবদত্ত। (কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া) কিন্তু....

মালবিকা না, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। আপনার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এতদিনে জীবনের অর্থ আমি খুঁজে পেয়েছি, আমার কর্ম, আমার মর্ম, আমার সুকৃতি, দুষ্কৃতি সমস্ত কিছু এক নতুন আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আমার আত্মা, আমার সত্তা অনেক পীড়ন সহ্য ক'রে আজ আবার নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। আমি চিনেছি নিজেকে।

দেবদত্ত (সোৎসাহে) ঠিক এই কথাই আমি কাল বলতে চেয়েছিলাম। আপনার সত্তা অনেক পীড়ন সহ্য করেছে, কিন্তু হয়ত আপনি নিজেকে এখনো চিনতে পারেননি, তাই জগতের কাছে আপনি কেবলই পেয়েছেন অবিচার।

মালবিকা ধন্য ধন্য আপনি। হ্যাঁ, কেবলই পেয়েছি অবিচার জগতের কাছে। ভুলতে পারছি না সে দৃশ্য.... পায়ের কাছে রক্তাপ্লুত পুরন্দর....(শিহরিয়া ক্ষণেক থামিল, তারপর মুখ তুলিয়া) কেন, কেন সে এমন

ক'রে আমায় মারলে····মৃত্যুতে তার হ'ল পরিত্রাণ, কিন্তু সে-মৃত্যু আমার জন্যে যে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন মৃত্যুর মালা রচনা করলে, তা কি দেখলে কেউ ?

দেবদত্ত। (ঘাড় নাড়িয়া) ঠিক এই কথাই আমি বলেছিলাম। শিল্পী পুরন্দর আত্মহত্যা ক'রে আপনার প্রতি অবিচার ক'রে গেছে।

মালবিকা। তাই তো, তাই তো সে ক'রে গেছে। সে ছিল শিল্পী। জীবনের স্বাভাবিক দুঃখ-বেদনার প্রতি তার কোন অনুভূতি ছিল না। তার কাছে আমার সমস্ত আবেদন পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফিরে এসেছে প্রতি দিন প্রতি রাত্র।

দেবদত্ত। ঠিক, ঠিক। কাল আমিও ঠিক্ এমনিভাবেই বলেছিলাম আপনার পক্ষে। শিল্পী পুরন্দর আপনাকে অবহেলা করত। কিন্তু ছাড়তেও চাইতো না কিছুতে।

মালবিকা কিন্তু আমি জানতাম, আমাকে বিবাহ করলেই তার সর্বনাশ হবে, তার মোহ যাবে ছুটে, শিল্পের প্রেরণা নষ্ট হবে। তাই তো আমি তার দুর্নমনীয় জেদ এড়াবার জন্যে সেই লোকটার সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা করলাম।

দেবদত্ত। পুরন্দরের ভগ্নীর বাগদত্ত স্বামী রত্নেশ্বর

উপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনি যে পলায়ন করলেন, লোকে কিন্তু তার কদর্য অর্থ করলে। একমাত্র আমিই....

মালবিকা। কদর্য অর্থ করলে! কি বললে তারা?

দেবদত্ত। তারা বললে, এই ধরুন না কেন, কাল আমার সঙ্গে যে তর্ক করছিল, সেই অর্বাচীন বললে কি না, এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল, স্বার্থ ছিল, কারুকে বাঁচাবার কোন মহৎ উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না।

মালবিকা (সভয়ে) এই কথা বললে?

দেবদত্ত। (উত্তেজিত) হ্যাঁ। সে আরও বললে কি না, পুরন্দরের মৃত্যুর জন্যে আপনিই সর্বাংশে দায়ী। কারণ মোহের দ্বারা ছল-চাতুরীর দ্বারা তাকে আপনি প্রলুব্ধ ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে অবশেষে....

মালবিকা মোহের দ্বারা, ছলনার দ্বারা....

দেবদত্ত। হ্যাঁ, সে যুক্তি দেখিয়ে বললে যে, রত্নেশ্বর প্রথমে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি, তাতে আপনার জেদ আরও বেড়ে গেল, আপনি ছলে-কৌশলে রত্নেশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তারপর পুরুষের ওপর আপনার দুর্নিবার প্রভাব জগতের কাছে প্রমাণিত করবার জন্যে আপনি রত্নেশ্বরকে বশীভূত করলেন। আসলে শিল্পী

পুরন্দরের প্রতি আপনার কোন মমতা বা প্রেম ছিল না, বরং দূরায়ত্ত রত্নেশ্বরকে জয় করবার বাসনায় এবং তার প্রতি প্রবল আকর্ষণের তাড়নায় আপনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলেন।

মালবিকা। এই কথা বললে আপনার বিরুদ্ধ-পক্ষ! কে জানে হয়ত তার যুক্তিই ঠিক....তার যুক্তিই ঠিক....

দেবদত্ত। সে কি! কি বলছেন আপনি!

সহসা দ্রুত প্রবেশ করিলেন পুরুষোত্তম

পুরুষোত্তম। দেবদত্ত, একি সত্যি! শুনলাম, কাল রাত্রে তোমাদের তর্কের ফলে সুদেব তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে, তোমাদের মধ্যে অসিযুদ্ধ হবে?

দেবদত্ত। কে বললে এ-কথা? অসিযুদ্ধ!

পুরুষোত্তম। হ্যাঁ, এইমাত্র তাই তো শুনে এলাম কিন্তু (মালবিকাকে দেখিয়া) এ কে! ও! এই বুঝি সেই নটী মালবিকা! তাহলে, ওরা যা বলে....নটী মালবিকা আমার ঘরে! ওরা যা বলে....

মালবিকা। আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি, ভদ্র, আপনি ভীত হবেন না, চিন্তিত হবেন না। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে না। আমি রোধ করব। আমি ওঁদের নিবৃত্ত করব.... আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যাই।

প্রস্থান

দেবদত্ত। (অগ্রসর হইয়া) না, না শুনুন, মালবিকা দেবী। আপনি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ····চলে গেলেন!

পুরুষোত্তম। হ্যাঁ, চলে গেলেন! কি দুঃখ, মর্মান্তিক! চলে গেলেন।

দেবদত্ত। কি বল্ছেন বাবা!

পুরুষোত্তম। কি আর বলব বৎস! বুঝলাম, ওরা যা বলছে, তা মিথ্যা নয়।

দেবদত্ত। মিথ্যা নয়। কি মিথ্যা নয়? আমার সঙ্গে সুদেবের অসিযুদ্ধ? হয়ত মিথ্যা নয়। হয়ত সত্যিই সুদেবের সঙ্গে আমার যুদ্ধ। কিন্তু কেন হবে? তার কারণ কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। আমি জানি না, সুদেব জানে না, এমন কি ওই নারী, সেও জানে না!

ধীরে ধীরে ষ্টেজ অন্ধকার হইয়া গেল। ভিতর হইতে বাজনার সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। অডিটোরিয়মে ইতিমধ্যে গোলমাল শুরু হইয়াছে। সম্মুখের প্রথম দরজার গার্ডের সহিত কতিপয় উদ্ধত দর্শকের ঝগড়া বাধিয়াছে। গোলমাল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। একটু পরে ষ্টেজের উপর আলো জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল, অডিটোরিয়ম হইতে ষ্টেজে উঠিবার যে সংলগ্ন সিঁড়ি আছে, তাহার উপর



কয়েকজন দর্শক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সহিত থিয়েটারের গার্ড। দর্শকদের সহিত গার্ডের বচসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১ম দর্শক। (সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ হইতে উচ্চকণ্ঠে) দস্তুরমত পয়সা দিয়ে ঢুকেছি, জায়গা দেবে না? ইয়ার্কি নাকি!

২য় দর্শক। দেখি কেমন জায়গা না দাও। ওহে, এদিকে এসো সকলে।

৩য় দর্শক। গার্ড ব্যাটাকে দাও না দু'চারঘা! জায়গা দিতে পারে না, আবার লম্বা লম্বা কথা বলছে।

৪র্থ দর্শক। জায়গা না দিতে পারো, পয়সা ফিরিয়ে দাও।

৫ম দর্শক। না, পয়সা ফিরিয়ে নেব না। জায়গা চাই।

৬ষ্ঠ দর্শক। কোথায় তোমাদের ম্যানেজার? ডেকে নিয়ে এসো।

৭ম দর্শক। কিহে জম্বুক, বলি, কথাটা কানে যাচ্ছে না?

৮ম দর্শক। আচ্ছা, দেখি কেমন করে প্লে কর। ওহে, চলে এসো সবাই। ওঠো স্টেজের উপর।

৯ম দর্শক। সেই ভাল, ওঠো সকলে স্টেজের ওপর।

সকলে। স্টেজের ওপর, চল সকলে স্টেজের ওপর।

দর্শকগণ সত্যসত্যই সিঁড়ি দিয়া স্টেজের উপর উঠিতে লাগিল। খুব গোলমাল।

তাহাদের সহিত গার্ড ও ষ্টেজের উপর উঠিল।
গোলমাল শুনিয়া স্মারক প্রবেশ করিল।
তাহার বাঁ-হাতে বই। ডান হাতে বাঁশী।

স্মারক। (দর্শকদের প্রতি) ব্যাপার কি! আপনারা অডিটোরিয়ম ছেড়ে ষ্টেজের ওপর কেন?

১ম দর্শক। আপনাদের অভিনয় বন্ধ থাকবে। এখন আমরাই অভিনয় করব।

স্মারক। সে কি! এখনি যে সীন আরম্ভ হবে।

২য় দর্শক। সীন তো আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ডেকে আনুন আপনাদের ম্যানেজারকে।

স্মারক। (গার্ডকে) ব্যাপার কি হে?

গার্ড। এঁরা জায়গা পাচ্ছেন না, তাই গোলমাল করছেন। ওই ম্যানেজারবাবু আসছেন।

ম্যানেজারের প্রবেশ

ম্যানেজার। ষ্টেজের ওপর গোলমাল কিসের? অ্যাঁ। এ কি কাণ্ড! কে মশায় আপনারা? এ-ভাবে ষ্টেজের ওপর উঠে এসেছেন কেন?

১ম দর্শক। ষ্টেজে উঠবো না তো যাব কোথায়? পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি, যেখানে হোক একজায়গায় উঠ্‌তে হবে তো।

ম্যানেজার। (গার্ডকে) এঁদের বসিয়ে দাও না !

গার্ড। বসাবো কোথায় ? সীট তো একটাও খালি নেই।

ম্যানেজার। এক্‌সটা চেয়ার ?

গার্ড। কিছু নেই। দরওয়ানের টুল, আফিসঘরের প্যাকিং বাক্‌স পর্যন্ত ভর্তি !

১ম দর্শক। কাজেকাজেই আমরা ষ্টেজের ওপর উঠে বসবার সঙ্কল্প করেছি।

ম্যানেজার। সর্বনাশ করেছেন মশায়, আমার সর্বনাশ করেছেন। অন্য দর্শকরা যে এখুনি গালাগাল দিতে শুরু করবে।

২য় দর্শক। তা তো করবেই।

ম্যানেজার। ষ্টেজের ওপর উঠে বসা, আর আমার মাথায় উঠে বসা—দুই-ই যে সমান। দয়া ক'রে আপনারা অডিটোরিয়মে গিয়ে দাঁড়ান।

ইতিমধ্যে আরও লোকজন এবং থিয়েটারের
কর্মচারীরা প্রবেশ কবিল

১ম দর্শক। অডিটোরিয়মে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লে দেখব ?

ম্যানেজার। তা স্যর, একটু না হয় কষ্ট ক'রে....

২য় দর্শক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? ব'য়ে গেছে। ভারী তো পেলে, তার আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে....

১ম দর্শক। হ্যাঁ, হোতো যদি সে-রকম অভিনয়, রামভদ্র প্লে করছে, ষ্টেজ কাঁপছে, নাটক জ'মে কুল্‌পি হ'য়ে গেছে, তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন, ঝুলে ঝুলেও দেখতাম।

৩য় দর্শক। কেন মশায়, অভিনয় তো মন্দ হচ্ছে না। নাটক-খানাও মন্দ নয়।

১ম দর্শক। আরে রাম রাম! একে আবার অভিনয় বলেন! এই বইকে আবার নাটক বলেন! শুনছো হে, গোবর্ধন।

২য় দর্শক। ওঁরা আর কি বুঝবেন বল। দেখেছেন কি রামভদ্রর অভিনয়? দেখেন নি। তাই এই সব প্লেকে প্লে বলছেন। রামভদ্র যখন অভিনয় করত, তখন তল্লাট কেঁপে যেতো মশায়, তল্লাট কেঁপে যেতো! "কোদণ্ড টঙ্কারে যার চমকয়ে পারাবার, পর্বত বিদারি যার শর, আমি সে রামের নারী, হরে এই পাপাচারী, ছদ্মবেশী রাক্ষস তস্কর"।—শুনতেন যদি সেই অ্যাক্‌টিং, তাহলে মশায়, যে বয়সে ছিলেন আজো সেই বয়সেই থেকে যেতেন।

বিপন্ন ম্যানেজার দর্শকদের শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

পিছন দিক দিয়া নাট্য-সমালোচক রাধাগোবিন্দের প্রবেশ

১ম দর্শক। আরে এই যে রাধুদা! আপনিও এসেছেন দেখছি।

২য় দর্শক। ইনি কে হে?

১ম দর্শক। এঁকে জানো না। ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক রাধাগোবিন্দ রায়। হ্যাঁ, রাধুদা আপনিও যায়গা পান নি নাকি?

রাধাগোবিন্দ। (হাসিয়া) আমায় জায়গা দেবে না, এমন বুকের পাটা কোন্ থিয়েটার-মালিকের আছে হে? অ্যাঁ! আমার সঙ্গে চালাকি করলেই, একটি খোঁচা, ব্যস!

কলম বাহির করিয়া দেখাইল

৩য় দর্শক। (রাধাগোবিন্দকে) আচ্ছা মশায়, আপনি তো একজন সমঝদার! বলুন তো, নাটকখানাই বা কেমন, আর অভিনয়ই বা কেমন হচ্ছে।

রাধাগোবিন্দ। আপনাকে কি বোঝাবো মশায়। বোঝানো কি অত সহজ। নাটক সম্বন্ধে বুঝতে চান তো আসবেন আমার বাড়ি, জারভাইনাস, আরিস-তোতোল, টলষ্টয়, মেটারলিঙ্ক, টুটানখামেন (!) কে কি বলেছেন খুলে দেখিয়ে দেব। অভিনয়?

তা অভিনয় মন্দ হচ্ছে না,—তবে ভয়ঙ্কর একটা আপত্তির ব্যাপার আছে এর মধ্যে। লাইবেল।

১ম দর্শক। লাইবেল! মানে কুৎসা? বল কি দাদা!

সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গোলমাল। চেঁচামেচি। ম্যানেজার হতাশ হইয়া ছুটোছুটি করিতে লাগিল।

রাধাগোবিন্দ। তাহলে বলি শোন। ফিলিম-অ্যাকট্রেস মুকুল-মালা····

১ম দর্শক। মুকুলমালা····জনপ্রিয়া চিত্রতারকা মুকুলমালা?

রাধাগোবিন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই! শোননি, শিল্পী ললিতকুমার, প্রসিদ্ধ শিল্পী, তার সঙ্গে যে তার বিয়ের ঠিক····

২য় দর্শক। বল কি দাদা! ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের বিয়ে। শহরের ছেলেদের যে বুক ফেটে যাবে। কবে হ'ল?

রাধাগোবিন্দ। হয়নি। তারা দু'জনে রাঁচী গিছলো। সেই-খানে বিয়ে হবে কথা ছিল। এমন সময় মুকুলমালা একদিন ললিতকুমারের এক বন্ধু প্রফেসর ননী রুদ্দুরের সঙ্গে পালালো।

১ম দর্শক। বল কি, রাঁচী থেকে পালালো?

রাধাগোবিন্দ। রাঁচী থেকে পালালো কি না জানি না, তবে মুকুলমালা শিল্পীকে ছেড়ে প্রফেসরকে নিয়ে

ভাগ্‌লো। আর সেই দুঃখে শিল্পী ললিতকুমার আত্মহত্যা করলে। খবরের কাগজে শুধু বেরিয়েছিল ললিতের আত্মহত্যার খবর। কি কারণ, সে-সব কেউ জানে না। ভিতরকার সেই গুহ্যতথ্য জানতাম আমরা ক'জন। সেই ঘটনা নিয়ে নাট্যকার এই নাটক বানিয়েছে। মুকুল-মালা হচ্ছে মালবিকা, আর প্রফেসর ননী রুদ্র হচ্ছে রত্নেশ্বর উপাধ্যায়।

২য় দর্শক। আর শিল্পী ললিত হচ্ছে শিল্পী পুরন্দর। ভয়ানক অন্যায়। লাইবেল বটেই তো। মানুষের গোপন ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তাদের কুৎসা রটনা করা।

রাধাগোবিন্দ। প্রফেসর ননী অভিনয় দেখতে এসেছে। সে তো রেগে আগুন হ'য়ে উঠেছে। শুনলাম, মুকুলমালাও এসেছে।

১ম দর্শক। তাই নাকি! তাহলে তো আসল মজার এখনো বাকী আছে দাদা! কি বল হে!

২য় দর্শক। প্রফেসর ননী নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করতে চাইবে?

রাধাগোবিন্দ। নিশ্চয়ই চাইবে। সে তো সেই কথাই বলছিল। আমি যাই, সে আছে না গেছে, দেখে আসি গে।

প্রস্থান।

৩য় দর্শক। তাই তো। আচ্ছা বেল্লিক নাট্যকার বটে! কে কোথায় গোপনে কি করেছে না করেছে, সেই কথা নাটকে লিখে তাই প্লে করাচ্ছে। আর এদিকে আমরা বসবার জায়গা পাচ্ছি না! লোকটাকে কেউ দেয় আগাপাছতলা ঠেঙানি তো বেশ হয়।

অকস্মাৎ প্রফেসর ননী রুদ্র প্রবেশ করিল। অতিশয় উত্তেজিত। চুল উস্কখুস্ক। সঙ্গে তার এক বন্ধু

ননী। ঠিক বলেছেন মশায়! আগাপাছতলা চাবুক। সটাসট চাবুক। অসহ্য! Intolerable! আমার গোপনীয় ব্যাপারকে লোকচক্ষে এ-ভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে আমাকে অপমান করা! কোথায় গেল নাট্যকার? কোথায় গেল ম্যানেজার! আমি দেখে নেব সবাইকে।

বন্ধু। আঃ! কি করছ ননী। চ'লে এসো।

ননী। না, আমি যাব না। আমি থাকবো শেষ পর্যন্ত। শুনবো আর কি কথা আমার সম্বন্ধে লিখেছে নাট্যকার? তারপর....

১ম দর্শক। এ আবার কে এল হে?

ননী। (নিজের বুক চাপড়াইয়া) এ হচ্ছে প্রফেসর ননী রুদ্দুর! ডিফামেশন, লাইবেল। আমাকে নাট্যকার ডিফেম করেছে। একটা ফিল্ম-

অ্যাকট্রেস, তার সঙ্গে আযাকে জড়িয়ে····না,
আমি যাব না, ছেড়ে দাও আমায় !

বন্ধু। কি পাগলামি করছ ! বাড়ি চল।

ননী। না, আমি বাড়ি যাব না। আমি দেখবো, শেষ পর্যন্ত দেখবো।

প্রস্থান ! পিছনে বন্ধু।

১ম দর্শক। মজা শুরু হয়েছে। আসল নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী এসে পড়েছে। চল আমরাও যাই।

সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে বাঁশী বাজিতে লাগিল। হাঁক ডাক। রেডি, সরে যাও, ইত্যাদি শব্দ

একটু পরেই যেদিক দিয়া প্রফেসর ননী ও দর্শকগণ প্রস্থান করিল, তাহার বিপরীত দিক দিয়া মুকুলমালা ও সঙ্গীর প্রবেশ

সঙ্গী। এ কি কাণ্ড করছ মুকুল ! চলে এসো।

মুকুলমালা। না, আমি যাব না। ছেড়ে দাও আমায়। এরা আমায় অপমান করেছে। লোকচক্ষে আমায় নীচ প্রতিপন্ন করেছে। সইব না, কিছুতেই সইব না। দেখে নেব ওই ছুঁড়িকে, যে আমার নকল ক'রে আমায় ভেঙাচ্ছে।

সঙ্গী। করছ কি ! একবাড়ি লোকজন, হাউস ফুল্।
সবাই হাসছে যে !

মুকুলমালা। হাসুক। হাসবার আর বাকী কি আছে। ছেড়ে
দাও আমায়। আমি সাজঘরের ভিতর যাব।

সঙ্গী। বাঁশী বাজলো। দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে এখুনি।

মুকুলমালা। আমি শুনবো, আমি শুনবো, আরও কি কেচ্ছা
আছে, আমি শুনবো।

উভয়ের প্রস্থান।

স্মারক ও আর একজন কর্মচারী
উঁকি মারিতে লাগিল

স্মারক। এ মেয়েছেলেটা আবার কে হে ?

কর্মচারী। জান না ? এ হচ্ছে ফিল্মষ্টার মুকুলমালা। এর
চরিত্র নিয়েই তো নাট্যকার মালবিকার সৃষ্টি
করেছে।

স্মারক। বল কি ! মেয়েটা যে-রকম ক্ষেপেছে, তাতে তো····

কর্মচারী। তাতে ভয়ানক গোলমাল সন্দেহ নেই। মেয়েটা
সাজঘরের ভিতর ঢুকলো।

স্মারক। সর্বনাশ করেছে। দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হবে।
টাইম হ'য়ে গেছে, বই কোথায় গেল, আমার বই ?

প্রস্থান

বাঁশী বাজিল, সম্মুখের পট অপসারিত হইয়া
পরবর্তী দৃশ্য আবিষ্কৃত হইল

দৃশ্যান্তর

কাঞ্চিপুর। সুদেবের ঘর। পিছন দিকে গবাক্ষ।
ঘরের মধ্যে ভৃত্য একখানা তলোয়ার শান
দিতেছে। কিছু পরে সুদেব ও তার
এক বন্ধু পরাশর প্রবেশ করিল

পরাশর। দেবদত্ত তোমার আহ্বান স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সর্ত সম্বন্ধেও তার কোন আপত্তি নেই। স্থান ঠিক হয়েছে হট্টশালার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন। সময় আজ সন্ধ্যা।

সুদেব। উত্তম। আমি তো প্রস্তুত। দুঃখ এই যে, এতদিনের বন্ধুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে হবে।

পরাশর। কিন্তু উপায় কি! এত বড় অপমানের পর তুমি তো নীরব থাকতে পারো না। তুমি উচিত কাজ করেছো।

সুদেব। কিন্তু ভাবছি....

পরাশর। এখন আর ভাববার সময় নেই বন্ধু। এখন যাতে জয়ী হ'তে পারো, তারই কামনা কর।

ভৃত্যের প্রস্থান। জ্ঞানাঙ্কুরের প্রবেশ

সুদেব। এই যে জ্ঞানাঙ্কুর! এসো, এসো। (সাগ্রহে)

তুমি কি কারুর বার্তা নিয়ে আমার কাছে এসেছো ?

জ্ঞানাঙ্কুর। আমি তো বার্তাবহ নই বন্ধু! আমি এসেছি আমার আনন্দ জানাতে।

সুদেব। আনন্দ। আনন্দ কিসের জন্য ?

জ্ঞানাঙ্কুর। আনন্দ নয়! তোমরা দুই বন্ধুতে অসিযুদ্ধ করবে! বিশেষ আনন্দ। অবশ্য আশা করছি, তোমরা আহত হোলেও কেউ প্রাণে মারা পড়বে না। এদিকে এইমাত্র খবর পেলাম, রত্নেশ্বর উপাধ্যায় এ-নগরে এসেছে। সে তো দেবদত্তকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

পরাশর বটে! রত্নেশ্বর এই নগরে এসেছে! কৌতুক জমেছে বোধ করি। কিন্তু সে দেবদত্তর সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ?

জ্ঞানাঙ্কুর। দেবদত্ত প্রকাশ্যে তার বিপক্ষে এবং মালবিকার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তাই সে হয়ত দেবদত্তের সঙ্গে বোঝাপড়া বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চায়।

পরাশর। কিন্তু এখন তো....

জ্ঞানাঙ্কুর। হ্যাঁ, এখন অবস্থা বিপরীত আকার ধারণ করেছে। এখন দেবদত্ত তার স্বপক্ষে এবং সুদেব তার বিপক্ষে। আশ্চর্য নয়, হয়ত সেই রমণী আর

সেই পুরুষ, দু'জনেই অল্পক্ষণের মধ্যে এখানে হাজির হবে।

পরাশর। যে-ই আসুক, সুদেব তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না। সে যুদ্ধ করবে।

সুদেব। হ্যাঁ, নিশ্চয় করব। আমি তো প্রস্তুত।

ভৃত্য প্রবেশ করিয়া নীচুস্বরে
সুদেবকে কি বলিল

পরাশর। (সুদেবকে) কে ? কার কথা কথা বলছে ও ! কে এসেছে ?

সুদেব। (বিব্রত) মালবিকা ! মালবিকা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

পরাশর। (উত্তেজিত) কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পাবে না। ওকে ফিরিয়ে দাও।

জ্ঞানাঙ্কুর। আমি তো মনে করি, দেখা করা উচিত।

পরাশর। কখনই নয়।

সুদেব। আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন পরাশর ! আমি দু'চার কথায় তাকে বিদায় ক'রে দেব।

পরাশর। কিন্তু ভাই সাবধান।

সুদেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি এলাম ব'লে।

প্রস্থান

জ্ঞানাঙ্কুর। সুদেব আর ফিরবে না।

পরাশর। ফিরবে না ! তার অর্থ ?

জ্ঞানাঙ্কুর। ফিরবে। কিন্তু যে-সঙ্কল্প নিয়ে সে গেল সে-সঙ্কল্প নিয়ে ফিরবে না।

সহসা গবাক্ষ-পক্ষে এক ব্যক্তির প্রবেশ

পরাশর। কে মশায়! কে আপনি?

রত্নেশ্বর। আমার নাম রত্নেশ্বর উপাধ্যায়!

জ্ঞানাঙ্কুর। (হাততালি দিয়া) এসে পড়েছে। নাটকের আসল নায়ক এসে পড়েছে।

রত্নেশ্বর। আমি কি ঠিক স্থানে এসেছি? এই কি সুদেব শ্রেষ্ঠীর গৃহ?

জ্ঞানাঙ্কুর। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আপনার ভুল হয়নি।

রত্নেশ্বর। আপনিই কি গৃহস্বামী....

জ্ঞানাঙ্কুর। আজ্ঞে না। আমরা কেউ নই।

রত্নেশ্বর। (চতুর্দিকে চাহিয়া) একটি রমণীও এখানে এসেছে। সে কোথায় গেল?

পরাশর। তাঁকে কি আপনি অনুসরণ করছিলেন?

রত্নেশ্বর। করছিলাম। আমি জানতাম সে এখানে আসবে। নগরের নানা স্থানে আমার নামে অকথ্য কুৎসা রটনা করা হচ্ছে। আমি সংবাদ পেয়েছি, আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও সুদেব শ্রেষ্ঠী আমার পক্ষ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এখন তিনি যেন ওই

রমণীর কথায় বিভ্রান্ত না হন। আগে আমার বক্তব্য তাঁকে শুনতে হবে।

পরাশর। কিন্তু মশায়, দেরী হ'য়ে গেছে। এখন আর কোন উপায় নেই।

রত্নেশ্বর। দেরী হ'য়ে গেছে! কেন?

পরাশর। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ।

জ্ঞানাঙ্কুর। এবং বর্তমানে উভয়েই স্ব স্ব মত পরিবর্তন করেছেন।

রত্নেশ্বর। মত পরিবর্তন করেছেন? তার অর্থ এক্ষণে শ্রেষ্ঠী সুদেবও আমার বিপক্ষে?

জ্ঞানাঙ্কুর। হ্যাঁ, এবং দেবদত্ত আপনার স্বপক্ষে!

রত্নেশ্বর। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জ্ঞানাঙ্কুর। আজ্ঞে, বুঝতে ঠিক আমরাও পারছি না।

রত্নেশ্বর। কিন্তু আমার কথা আপনাদের শুনতে হবে। আমার বক্তব্য শুনলে আপনারা বুঝবেন, মিথ্যা আপনারা আমার প্রতি দোষারোপ করছেন। যত দোষ সে ঐ রমণীর। আমি বরাবরই আমার বন্ধু পুরন্দরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাকে আমি ভাইএর মত ভালবাসতাম।

পরাশর। পুরন্দরকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন! অদ্ভুত কথা বটে! সেই জন্যেই কি তার প্রেমিকাকে নিয়ে চম্পট দিলেন?

রত্নেশ্বর। ভুল করছেন। আপনারা ভুল করছেন। আমি চম্পট দিই নি। বরং সেই রমণী....সেই আমায় ভুলিয়ে নিয়ে গিছলো।

জ্ঞানাঙ্কুর। তার প্রতি আপনার অন্তরের কোন আকর্ষণ ছিল না ?

রত্নেশ্বর। কিছু না, কিছু না। আমি চেয়েছিলাম পুরন্দরকে রক্ষা করতে। আমি তাকে দেখাতে ছেয়েছিলাম যে, যে-স্ত্রীলোককে সে বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছে সে মেয়ে অত্যন্ত অসার এবং লঘুচিত্ত, পুরন্দরকে সে সহজেই প্রতারিত করতে পারে। পুরন্দরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার কথা সে বিশ্বাস করেনি। তাই তো প্রমাণ দেখাবার জন্যে আমি মালবিকাকে নিয়ে অন্যত্র চ'লে গেলাম। কে জানতো যে পুরন্দর এ-ভাবে সহসা মনের দুঃখে আত্মহত্যা ক'রে আমায় বিপদে ফেলবে।

জ্ঞানাঙ্কুর। কিন্তু সেই মেয়ে মালবিকা, সে হয়ত মনে মনে আপনাকেই কামনা করেছিল, আপনিও নিজের অজ্ঞাতসারে ...

রত্নেশ্বর। ভুল, ভুল, সর্বৈব ভুল। আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি।

পরাশর। ঘৃণা করেন ?

রত্নেশ্বর। নিশ্চয়। আমরা কারুর প্রতি কোন মমতা বা স্নেহ অনুভব করি না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আছে শুধু ঘৃণা!

সুদেব প্রবেশ করিল

সুদেব। এখানে গোলমাল কিসের? কে আপনি? এ-ভাবে আমার বাড়িতে প্রবেশ করেছেন কেন?

জ্ঞানাঙ্কুর। ইনি রত্নেশ্বর উপাধ্যায়।

সুদেব। বুঝেচি। কিন্তু কি চাই আপনার এখানে?

রত্নেশ্বর। আপনিই কি গৃহস্বামী শ্রেষ্ঠী সুদেব?

সুদেব। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এখানে কেন এসেছেন?

রত্নেশ্বর। আমি আপনাকে আমার বক্তব্য শোনাতে এসেছিলাম।

সুদেব। প্রয়োজন নেই। আপনার বক্তব্য শুনে আমার কোন লাভ হবে না।

রত্নেশ্বর। দেবদত্ত শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। কিন্তু তার আগে....

সুদেব। কে বললে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে?

পরাশর। হবে না?

সুদেব। না। যে-কারণে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, সে-কারণ এখন আর নেই।

পরাশর। নেই? সে কি!

সুদেব। হ্যাঁ, নেই। মালবিকা দেবী অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছেন। আমি তাঁর দুঃখ আর বাড়াতে চাই না। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার কোন আস্থা নেই। মালবিকা বললেন, দেবদত্তরও তাই মত। সুতরাং যুদ্ধ হবে না।

রত্নেশ্বর। মালবিকা ওঁকে বশীভূত করেছে! ওঁর বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে

সুদেব। (রাগিয়া) চুপ করুন। যুদ্ধ হবে।

রত্নেশ্বর। (উৎফুল্ল) যুদ্ধ হবে?

সুদেব। হ্যাঁ, প্রয়োজন হ'লে আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে। আপনার চরিত্র আমার অজানা নেই। একটি নারীকে আপনি নানাভাবে উৎপীড়ন করেছেন। আপনি....আপনি অতিশয়....

মালবিকার প্রবেশ

মালবিকা ও রত্নেশ্বর পরস্পর পরস্পরকে দেখিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাহিরের ছদ্ম-আবরণ খসিয়া পড়িল। অন্তরের অন্তস্তলে উভয়ে উভয়ের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিত, তাহাকে আর চাপিয়া রাখা গেল না।

রত্নেশ্বর। মালবিকা!

মালবিকা। উপাধ্যায়!

রত্নেশ্বর। (ছুটিয়া গিয়া কম্পিতস্বরে) মালবিকা! মালবিকা!

হাত ধরিল। মালবিকা রত্নেশ্বরের হাতের উপর ভর দিল।

মালবিকা। উপাধ্যায়! বন্ধু আমার।

রত্নেশ্বর। মালবি! আমার মালবিনী!

পরস্পর পরস্পরকে আদর করিতে লাগিল

জ্ঞানাঙ্কুর। এইভাবে ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করে! দেখ দেখ সবাই। আশ্চর্য ব্যাপার!

সুদেব। অসহনীয়! ওদের মাঝখানে ওদের বন্ধুর মৃতদেহ····পৈশাচিক!

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ, পৈশাচিক! আমাদের প্রেম পৈশাচিক! ওকে আমি ছাড়বো না। আমার সঙ্গে ও কষ্টভোগ করবে····আমার সঙ্গে চলবে সর্বনাশের পথে!

মালবিকা। না, না, আমায় ছেড়ে দাও। চলে যাও তুমি! আমায় তুমি স্পর্শ কোরো না।

দূরে সরিয়া গেল

রত্নেশ্বর। (কাছে গিয়া) দূরে যাবার আর উপায় নেই,

মালবিকা, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না!
তুমি আমার হতাশা, আমার ভালবাসা. আমার চরম সর্বনাশ। ছেড়ে যেতে দেব না তোমায়। দেব না দূরে যেতে।

মালবিকা সরিয়া যাইতে লাগিল, আর রত্নেশ্বর তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল

মালবিকা। (সরিয়া গিয়া) তুমি হিংস্র! তুমি পিশাচ! তুমি হত্যাকারী!

রত্নেশ্বর মালবিকার হাত ধরিল। সুদেব বাধা দিল

সুদেব। ছেড়ে দিন মশায়!

রত্নেশ্বর। (সুদেবকে ঠেলিয়া দিয়া) স'রে যান, আপনি স'রে যান।

মালবিকা। আমি তোমায় ভয় করি না—ঘৃণা করি! হ্যাঁ, তোমায় আমি ঘৃণা করি। তুমি আমায় হত্যা করলেও আমার ভয় হবে না!

রত্নেশ্বর। (ছুটিয়া গিয়া) মালবিকা! তুমি আমার! তোমাকে না পেলে আমার জীবন শূন্য। তোমাকে ছাড়বো না।

মালবিকা। কিন্তু প্রতিদানে আমার কাছে তুমি পাবে শুধু

ঘৃণা! আমার অন্তর শুকিয়ে গেছে। অনুভূতি নেই। প্রেম ম'রে গেছে।

রত্নেশ্বর। চাই না তোমার প্রেম। তোমার ঘৃণা, সেই আমার পরম কাম্য। প্রীতির অমৃত যদি না থাকে, তোমার ঘৃণার বিষেই আমার জীবনের পানপাত্র পূর্ণ হোক। তোমার জন্যে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। তাই, প্রেমই হোক আর ঘৃণাই হোক, তোমাকে আমি চাই। বন্ধুর রক্তের মধ্যে আমরা দু'জনে ডুবে গেছি। আমাদের পরিত্রাণ নেই মালবিকা, আমাদের পরিত্রাণ নেই।

মালবিকা। (স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধুর রক্তের মধ্যে আমরা ডুবে গেছি। আমাদের পরিত্রাণ নেই।

রত্নেশ্বর। সেই রক্তের সমুদ্রে ডুবে তুমি চেয়েছো আমায়, আমি চেয়েছি তোমাকে। এতদিনের মিথ্যা অভিনয় শেষ হোক।

মালবিকা। মিথ্যা অভিনয়? তাই হবে, তাই হবে। কিন্তু আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম।

রত্নেশ্বর। আমিও, আমিও তোমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। তাই তো আমরা পরস্পর পরস্পরকে চাই....শাস্তি দিতে হবে।

মালবিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শাস্তি দিতে হবে।

পরস্পর পরস্পরকে ধরিল

মালবিকা। চলো এসো। এখান থেকে চলে এসো।

রত্নেশ্বর। চল। আমাদের যাত্রা আবার শুরু হ'ল। তুমি আমার বন্ধুর পথের সঙ্গী, সর্বনাশী সঙ্গী। ছাড়বো না তোমায়। একসঙ্গে এগিয়ে যাব সর্বনাশের পথে।

মালবিকা। চ'লে এসো।

রত্নেশ্বর মালবিকার হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল।

সুদেব। অদ্ভুত দৃশ্য।

জ্ঞানাঙ্কুর। চমৎকার দৃশ্য। জীবন্ত অভিনয়।

পরাশর। পাগল। এরা দু'জনেই বদ্ধ পাগল।

অকস্মাৎ ষ্টেজের ভিতরে প্রচণ্ড গোলমাল উঠিল। ভীষণ হট্টগোল। 'মেরে ফেল্‌লে', 'খুন', 'পুলিস', ইত্যাদি চিৎকার শোনা যাইতে লাগিল। মঞ্চের অভিনেতারা বিমূঢ় হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। গোলমাল বাড়িয়া উঠিল। ভিতরে নানারকম চেঁচামেচি, 'ছেড়ে দিন মশায়', 'পুলিসে দিন', ইত্যাদি রব।

সবেগে স্মারকের প্রবেশ

স্মারক। ওরে বাপরে! কী ভীষণ ব্যাপার!

সুদেব। কি হয়েছে ? আগুন লাগল নাকি ?

স্মারক। তার চেয়ে ভয়ানক। মারামারি, riot !

ব্যস্তভাবে কয়েকজন দর্শকের প্রবেশ।
অভিনেতা তিনজন প্রস্থান করিল।
খুব গোলমাল

১ম দর্শক। কি হ'ল মশায় ?

স্মারক। আর মশায় কি হ'ল! ঘুসি, ঘুসি, একেবারে নক্‌আউট্ ব্লো !

২য় দর্শক। ঘুসি ! কে কাকে মারলে ?

স্মারক। রত্নেশ্বরকে।

৩য় দর্শক। রত্নেশ্বরকে ঘুসি মারলে ?

স্মারক। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রচণ্ড ঘুসি। আহা বেচারা গৌর ! রত্নেশ্বরের পার্ট করতে এসে ঘুসি খেয়ে চোখ কানা হ'য়ে গেল।

১ম দর্শক। ঘুসি খেয়ে চোখ কানা ! কে মারলে মশায় ?

স্মারক। আরে ঐ যে কে একজন প্রফেসর ননী রুদ্দুর। প্রফেসর তো নয়, গেঁড়াতলার গুণ্ডা।

৪র্থ দর্শক। প্রফেসর ননী রুদ্দুর ঘুসি মারলে রত্নেশ্বরকে ! কি আশ্চর্য ! কেন মারলে ?

স্মারক কেন মারলে তা তাকেই জিগেস করুন গে।

১ম দর্শক। আহা চটেন কেন! হঠাৎ এরকম ভাবে ষ্টেজের মধ্যে....

স্মারক। ষ্টেজ নয় সাজঘর। গ্রীনরুমের ভিতর ঢুকে, 'নাট্যকার কোথায়, কোথায় ম্যানেজার', ব'লে চেঁচাতে লাগল।

১ম দর্শক। বলেন কি! গ্রীনরুমের মধ্যে ঢুকে... ননী রুদ্দুর?

স্মারক। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভীষণ মূর্তি। নাট্যকার তো লম্বা। সেই সময় পড় তো পড় সামনে বেচারা রত্নেশ্বর, আর বল্‌ব কি মশায়, সাঁ সাঁ ক'রে দুই ঘুসি, একটা বাঁ-গালে, আর-একটা ডান চোখের ওপর।

লাফ দিয়া একজন কর্মচারী প্রবেশ করিল

কর্মচারী। ওরে বাঁপরে, বাঘ, বাঘ পড়েছে।

১ম দর্শক। বাঘ! কোথায়?

কর্মচারী। মেয়েদের সাজঘরে মেয়ে-বাঘ।

২য় দর্শক। মেয়ে-বাঘ?

কর্মচারী। কি যেন নাম ফিল্মষ্টার মুকুলমালা—সেই।

১ম দর্শক। ফিল্ম-অ্যাকট্রেস মুকুলমালা হঠাৎ মেয়েদের সাজ-ঘরে....

কর্মচারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাংঘাতিক রণমূর্তি। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সাজঘরে ঢুকে মালবিকার চুল

ধ'রে....উঃ, সে কি কাণ্ড—বলে 'আমায় ভেংচানো, আমায় নকল করা! দেখে নেব সবাইকে'!

২য় দর্শক। ফিল্মষ্টার মুকুলমালা, তার সঙ্গে মালবিকার চুলোচুলি! অভিনয় এতক্ষণে জমেছে তাহলে!

আরও লোক প্রবেশ করিল। তাহাদের সঙ্গে তিনচারজন অভিনেতা। তাহাদের কতক মেকআপ খোলা। কাহারো দাড়ি আছে, চুল নাই, কাহারো চুল আছে দাড়ি নাই, এই ভাব। মধ্যে রত্নেশ্বর। ডান চোখে কালি, গোঁফের বাঁ-দিক খসিয়া পড়িয়াছে, বাঁ-হাত দিয়া বাঁ-গাল ধরিয়া আছে। গোলমাল

বৃদ্ধ অভিনেতা। না, এ অপমান সইব না। করব না অভিনয়। মাইনে খাই ব'লে তো আর জান্ দিতে আসিনি।

২য় অভিনেতা। এ-রকম এলোপাথাড়ি মার! চলে এসো সকলে।

৩য় অভিনেতা। ছ্যা, ছ্যা, যেমন নাট্যাকার, তেমনি নাটক। লোকের কেচ্ছা নিয়ে নাটক লিখলেন আর মার খেয়ে মলাম আমরা।

বৃদ্ধ অভিনেতা। ম্যানেজারেরও তেমনি বিদ্যে। বলে এরকম

আধুনিক নাটক বাংলা ষ্টেজে এর আগে আর কখনো হয়নি।

৩য় অভিনেতা। ছ্যা, ছ্যা, এ আবার একখানা নাটক নাকি! এ-রকম জান্‌-যাওয়া নাটকে অভিনয় করব না। চ'লে এসো সকলে।

১ম দর্শক। সে কি মশায়! আর অভিনয় হবে না? তৃতীয় অঙ্ক....

১ম অভিনেতা। ইচ্ছে হয় আপনারা করুন। আমরা চল্লাম। নাট্যকার তো পালিয়েছে। শেষে কি হাসপাতালে যাব। ম্যানেজারের যেমন কাণ্ড!

অভিনেতারা প্রস্থান করিল। গোলমাল বাড়িতে লাগিল। দর্শকরা তৃতীয় অঙ্ক দেখিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়া চিৎকার শুরু করিল।

বিস্রস্তবাস অধ্যাপক ননীর প্রবেশ

ননী। কোথায় গেল নাট্যকার? কোথায় সেই বেল্লিক?

স্মারক। আজ্ঞে তিনি বাড়ি চ'লে গেছেন।

ননী। বাড়ি গেছে? ঠিকানা কি? ছাড়বো না তাকে। এইভাবে আমায় অপমান। তার ঠিকানা কি?

স্মারক। আজ্ঞে, ঠিকানা তো জানি না।

ননী। ম্যানেজার নিশ্চয় জানে। ডাকো তাকে।

স্মারক। আজ্ঞে....

ননী। আজ্ঞে নয়। ম্যানেজারকে চাই। একটা হেস্ত-নেস্ত না করে যাব না।

১ম দর্শক। অভিনয় বাইরে থেকে মঞ্চের ওপর এসে উঠ্‌ল।

২য় দর্শক। ষ্টেজ আর অডিটোরিয়মে একাকার।

ননী। দু'জনের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ে অকথ্য কুৎসা, জঘন্য ব্যঙ্গ। Gentlemen—এ-রকম অভিনয় দেখা পাপ, কানে শোনা পাপ। এ-রকম অভিনয় যারা করে, তাদের....

ব্যস্তভাবে ম্যানেজারের প্রবেশ

ম্যানেজার। তাদের তো যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে *স্যর*, আর কেন? দয়া ক'রে এবার বাইরে যান। অভিনয়টা শেষ করতে দিন!

ননী। কিন্তু আমাকে কতখানি বেইজ্জত করা হয়েছে, সেটা ভেবে দেখেছেন কি ম্যানেজারবাবু? হুবহু আমায় নকল করা হয়েছে। আমার মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয়েছে, যা আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারি না! এ অসহ্য!

ম্যানেজার। কিন্তু আমাদের দোষ কি বলুন! আমরা কি জানতাম....

ননী। আপনাদের দোষ নয়? কার দোষ তবে?

ম্যানেজার। যে এই বই লিখেছে, তার! এটা আর বুঝছেন না....

ম্যানেজার কোন রকমে ননীকে ভিতরে লইয়া গেল

১ম দর্শক। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক! এবার তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হোক?

২য় দর্শক। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনেছি। শেষ পর্যন্ত দেখে তবে যাব।

স্মারক। এর ওপর আপনারাও চেঁচাতে শুরু করলেন। তৃতীয় অঙ্কের তাহলে আর কোন আশা নেই।

অন্যদিক দিয়া মুকুলমালা ও পরিচালকের প্রবেশ। মুকুলমালার বেশবাস অবিন্যস্ত

পরিচালক। আপনি শুধু শুধু আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। আমরা তো আপনাকে কোনদিন দেখিওনি! অভিনেত্রী বেচারার কি দোষ বলুন!

মুকুলমালা। ও হুবহু আমায় নকল করছিল কেন? এমন কি আমার গালের জড়ুলটা পর্যন্ত নকল করেছে, আমার গলার স্বর নকল করেছে—ওকে দেখেই আমি নিজেকে চিনতে পারলাম।

পরিচালক। কিন্তু কেন আপনি ভাবছেন যে, আপনাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে?

মুকুলমালা। আমাকে নয়? নিশ্চয় আমাকে। অসহ্য····
ধারণাও করা যায় না যে, আমি ওই লোকটাকে
অমনভাবে জড়িয়ে ধরেছি, তাকে আদর
করছি।····ও কে, ওকে····প্রফেসর····

দ্রুতবেগে ননীর প্রবেশ। পিছনে ম্যানেজার

ননী। মুকুলমালা!

মুকুলমালা। অধ্যাপক! তুমি····

ননী। (কম্পিত স্বরে) মুকুল! মুকুল! (হাত ধরিল)

মুকুলমালা ননীর হাতের উপর মাথা রাখিল

মুকুলমালা। অধ্যাপক! বন্ধু আমার!

মঞ্চের উপর অন্য সকলে বিস্ময়ে
স্তম্ভিতভাবে পিছাইয়া গিয়া দাঁড়াইল।
একটু আগে যে দৃশ্য তাহারা
দেখিয়াছে, এখন আবার তারই
পুনরভিনয় হইতে লাগিল।

১ম দর্শক। ওহে দেখ দেখ! নায়ক-নায়িকা জীবন্ত হ'য়ে
দেখা দিয়েছে····সেই একই দৃশ্য!

২য় দর্শক। ওরা নাটকের ভাষায় কথা কইছে। সেই একই ভাষা।

মুকুলমালা। না, না, তুমি স'রে যাও! ছুঁয়ো না আমায়!

সরিয়া গেল

ননী। (তাহাকে ধরিতে গেল) তুমি এসো! তোমাকে ছাড়বো না। তুমি এসো আমার সঙ্গে....

একটু আগে যে দৃশ্য অভিনীত হইল, সেই দৃশ্যে মালবিকা আর রত্নেশ্বর ষ্টেজের উপর যে-ভাবে চলাফেরা করিয়াছিল, ইহারাও সেইভাবে চলাফেরা আর ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

মুকুলমালা। না, তুমি আমার কাছে এসো না। আমায় স্পর্শ ক'রো না। তুমি নিষ্ঠুর, তুমি হত্যাকারী!

ননী। আমি যাই হই, আমি জানি, তুমি তবু আমাকেই কামনা করেছো প্রথম দিন থেকে। মৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তুমি চেয়েছো আমায়, আমি চেয়েছি তোমাকে। আমাদের মিথ্যা অভিনয় এখানেই শেষ হোক। তুমি এসো।

মুকুলমালা। মিথ্যা অভিনয় ? মিথ্যা অভিনয় ? হয়ত তাই। কিন্তু তুমি পাবে আমার ঘৃণা। আমার প্রেম ম'রে গেছে। অনুভূতি নেই। আছে শুধু ঘৃণা।

ননী। সেই ঘৃণাই আমি চাই। তোমার জন্যে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান সহ্য করেছি। তাই তোমার ঘৃণা, তারও দাম আজ আমার কাছে অসীম। বন্ধুর রক্তের মধ্যে আমরা ডুবে গেছি। আমাদের পরিত্রাণ নেই মুকুল, আমাদের পরিত্রাণ নেই। চ'লে এসো, আমার সর্বনাশ, আমার হতাশা, আমার ভালবাসা, চ'লে এসো আমার সঙ্গে।

মুকুলমালা। বন্ধুর রক্তের মধ্যে ডুবে গেছি—পরিত্রাণ নেই ? তাহলে চল, এখান থেকে পালিয়ে চল।

ননী। চল। আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল। সর্বনাশের পথে আবার আমরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে যাব।

মুকুলমালা। চ'লে এসো।

উভয়ের প্রস্থান

১ম দর্শক। অদ্ভুত দৃশ্য।

২য় দর্শক। চমৎকার দৃশ্য! জীবন্ত অভিনয়। ষ্টেজের মালবিকা!

আর ষ্টেজের রত্নেশ্বর জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে গেল—সত্যিকারের অভিনয়।

১ম দর্শক। ষ্টেজের আয়নায় ওরা নিজেদের দেখে ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা ভুলে গেল নিজেদের....একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি ক'রে গেল....

২য় দর্শক। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত লাগলো। কল্পনার রঙীন পটভূমির ওপর বাস্তবের কঠিন সত্য জয়ী হ'ল শেষ পর্যন্ত।

১ম দর্শক। মনে পড়ছে ইংরেজ কবির সেই অমর-বাক্য All the world's a stage and the men and women are players.....

৩য় দর্শক। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক....

১ম দর্শক। এর পরে আর অভিনয় চলতে পারে না ব্রাদার! এ-নাটকের শেষে যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো নাট্যকার আগেই কল্পনা ক'রে রেখেছিল।

পরিচালক। (ম্যানেজারকে একান্তে লইয়া গিয়া) বলি ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত মিটিং চলবে নাকি? অভিনয় আরম্ভ কর।

ম্যানেজার। কি ক'রে আরম্ভ হবে? অনেক অভিনেতা-

অভিনেত্রী বাড়ি চ'লে গেছে। নায়িকা তো আগেই গেছে।

পরিচালক। তাহলে উপায় ?

ম্যানেজার। প্লে বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।

পরিচালক। তাহলে ড্রপ ফেলে দিয়ে তুমি এগিয়ে গিয়ে বলে দাও। লোকজন ব'সে আছে তৃতীয় অঙ্কের আশায়।

ম্যানেজার। তাই ব'লে দি।

পরিচালক। (ষ্টেজের উপর যাহারা ছিল, তাহাদের তাড়াইতে তাড়াইতে) যান, বাড়ি যান মশায় ! আর গোলমাল করবেন না। আজকের মত অভিনয় শেষ। চলুন, আর ভীড় বাড়াবেন না। চলুন চলুন।

সকলে চলিয়া গেল। ষ্টেজের উপর ম্যানেজার একা। ম্যানেজার যবনিকা ফেলিয়া দিতে ইসারা করিল। যবনিকা আস্তে আস্তে পড়িতে লাগিল। ম্যানেজার ফুটলাইটের সামনে হাতজোড় করিয়া আগাইয়া আসিল।

ম্যানেজার। (প্রেক্ষাগারের দিকে চাহিয়া) ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্র-

মহিলাগণ! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সাজঘরের ভিতর হঠাৎ নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়, আমরা আজ আর অভিনয় চালাতে পারবো না। আজকের মত অভিনয় এখানেই শেষ হ'ল। নমস্কার।

যবনিকা

প্রহসন

পরিচয়

গোবিন্দবাবু	....	সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোক
শীলা	....	তাঁহার কন্যা
ললিত	....	শীলার প্রতি অনুরক্ত যুবক
মাধবী	....	শীলার বান্ধবী
শশধর	....	গোবিন্দবাবুর প্রতিবেশী
সরমা	....	শশধরের স্ত্রী
ভৈরববাবু	....	গোবিন্দবাবুর বন্ধু

প্রহসন

কলিকাতার বাহিরে সাঁওতাল পরগণার এক শহরের প্রান্তে দুইটি পাশাপাশি বাড়ির সম্মুখভাগ। দৃশ্যটি দুইভাগে বিভক্ত। বাঁ-দিকে গোবিন্দবাবুর বাড়ি। ডানদিকে শশধরের বাড়ি। মধ্যে পাঁচিল। পাঁচিলের সম্মুখে শাখাবহুল বট বা অশথের গাছ। সেই গাছের নীচে সমগ্র নাটকটি অভিনীত হইবে।

গোবিন্দ, শীলা এবং মাধবী। শীলা একটি পাথরের বেদীর উপর বসিয়া আছে। মাধবী তাহার পাশে দাঁড়াইয়া। এধারে পদচারণ-রত গোবিন্দ। শীলা কাঁদিতেছে।

গোবিন্দ। তোমাকে হাজারবার এক কথা বলছি, তবু তুমি শুনছো না। এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে, তা ব'লে দিচ্ছি।

শীলা। বাবা, এত নিষ্ঠুর তুমি হোয়ো না। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার কি কোন মূল্য নেই তোমার কাছে····

গোবিন্দ। চুপ কর! আশা আকাঙ্ক্ষা! ছি ছি! বাপের মুখের ওপর এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

শীলা। লজ্জা! এখন আমার লজ্জা করবার সময় কৈ! মাধবী, আমার কি হবে ভাই? আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

গোবিন্দ। সে-ভাবনা তোমায় করতে হবে না। তার ব্যবস্থা আমি করবো। মাধবী, তুমি ওর বন্ধু, ওকে বুঝিয়ে বলো যে আমি যা স্থির করেছি, কিছুতেই তার নড়চড় হবে না। কাব্যি-নভেল্ আমি ঢের দেখেছি। ওসব আমার কাছে চলবে না।

মাধবী শীলার পাশে গিয়া বসিল।
শীলা মাধবীর কাঁধে মাথা রাখিল।
মাধবী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল

গোবিন্দ। ললিত, প্রেম, ভালবাসা! গুষ্ঠির পিণ্ডি। রাবিশ! আজকালকার ওই চোতা নভেলগুলোই তোমার মাথা খেয়েছে। যতসব ইয়ে আর ছোট মুখে বড় কথা! "যার সঙ্গে আমার মনের নেই কোন পরিচয়!" ননসেন্স্! আরে বাপু, তোর না থাক, আমার আছে। ব্যস্! তাহলেই হ'ল। আমি জানি, ভবতারণের নিজের নামে ব্যাঙ্কে

আছে তিন লক্ষ টাকা, ক্যাশ। ব্যস্! আর কি পরিচয়ের দরকার ?

মাধবী শীলার মুখ তুলিয়া ধরিল

মাধবী। শান্ত হও ভাই শীলা। দেখছো না, কাকাবাবু রাগ করছেন।

শীলা। কেমন ক'রে শান্ত হব, মাধবী। আমার মন যে হু হু করছে। ললিত····

গোবিন্দ। (সগর্জনে) আবার ললিত। ভবতারণ, ভবতারণ! আমি বলছি, ভবতারণকে তোমার বিয়ে করতেই হবে।

মাধবী। কাকাবাবু, আপনি বেশি রাগারাগি করবেন না— তাতে শীলা আরও ভেঙে পড়বে। আপনি কোথায় যাবেন বলছিলেন তাই বরং যান, আমি ততক্ষণ ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মত করবার চেষ্টা করি।

গোবিন্দ। তা বেশ। শুধু শুধু আমি রাগারাগি করব না। তার চেয়ে বাজারটা ক'রে ফেললে হ্যাঁ, তাতে অনেক কাজ এগুবে। ওরে কানাই, কানাই।

প্রস্থান।

মাধবী। কিন্তু ভাই, একটা কথা বলি। তোমার ললিত

তো কৈ আজো এলো না! বোধ হয় সে তোমায় ভুলে গেছে।

শীলা। অমন অলক্ষুণে কথা বলিস্ না, মাধবী। সে আসছে। এই ছবি সে আমায় পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে লিখেছে লিপি।—"ছবির মালিক শীঘ্রই সম্রাজ্ঞী-সকাশে উপস্থিত হবে।"

আঁচলের তলা হইতে ছবি বাহির করিল

মাধবী। চিঠি অমন অনেকেই লেখে, তারপর আসল কাজের সময় এগুতে পারে না। এমন অনেক দেখেছি। তার চেয়ে তুমি কাকাবাবুর কথা রেখে ওই ভবতারণবাবুকেই বিয়ে কর। কলকাতায় পাঁচখানা বাড়ি, দু'খানা মোটর····

শীলা। আঃ। চুপ কর, চুপ কর, মাধবী। সে লোকটাকে তুই দেখেছিস্? দেখেছিস্ কি বিশ্রী তার চেহারা।

মাধবী। বাইরে তফাৎ হোক, ভেতরে সব পুরুষই সমান। খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই হোল।

শীলা। (কপালে হাত দিয়া) মাধবী। আমায় ধর। আমার বোধ হয় মূর্ছা আসছে।

মাধবী। ওমা! কি হবে!

শীলা ধীরে ধীরে মাধবীর কোলে এলাইয়া পড়িল

মাধবী। ওরে, কানাই, কানাই, শীগ্‌গির আয়, কানাই। তাই তো, কি হবে! ওরে কানাই কানাই....

দ্রুতবেগে শশধরের প্রবেশ

শশধর। এখানেও নারী-নির্যাতন নাকি। (অগ্রসর হইয়া) কোথায় গেল! পাষণ্ড গেল কোথায়?

মাধবী। আপনি কার কথা বলছেন?

শশধর। (এদিক ওদিক চাহিয়া) আপনার চিৎকার শুনে এলাম। মনে হল, কেউ বুঝি আপনাদের আক্রমণ করেছে। তা নয়, তাহলে ব্যাপার কি?

মাধবী। মাথা গরম হয়ে আমার সখী হঠাৎ মূর্ছা গেছেন।

শশধর। এই ব্যাপার! আমি বলি বুঝি....যাক্‌গে! (শীলার কাছে আসিয়া মাধবীর প্রতি) সত্যিই মূর্ছা গেছেন?

মাধবী। সত্যি বই কি!

শশধর। যে-রকম আর্টিষ্টিক ভঙ্গী, ভাবলাম বুঝি....যাক্ গে, আপনি এক কাজ করুন। বাড়ির ভিতর থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আসুন। চোখে মুখে একটু জলের ঝাপ্‌টা দিলেই চাঙ্গা হোয়ে উঠবেন। কোন ভয় নেই।

মাধবী চলিয়া গেল। শশধর শীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। এদিকে শশধরের বাড়ির দ্বারমুখে সরমাকে দেখা গেল।

সরমা। উনি আবার এখন গেলেন কোথায়? এসে অবধি খালি বাইরে বাইরেই ঘুরছেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

শশধর শীলার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে। সরমা তাহা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

শশধর। নাড়ীটা অত্যন্ত দ্রুত চলছে। অবস্থা খুব স্বাভাবিক নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া দরকার।

সরমা অদূরে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখ অতিশয় কঠিন

সরমা। হুঁ। তাই। নিজের স্ত্রী ছেড়ে এখন পরস্ত্রীর পিছনে ঘুরছেন। তাই ক'দিন ধ'রে রাত্তিরে ডাক্‌লেও সাড়া পাওয়া যায় না। হুঁ।

দূর হইতে দেখা গেল শশধর ঝুঁকিয়া শীলাকে দেখিতেছে

সরমা। (গাছের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়া) ওমা! ছিঃ ছিঃ, দিন দুপুরে....

শশধর। (এদিক ওদিক চাহিয়া) না, আর তো দেরী করা

যায় না। সখীটিও বা গেলেন কোথায় ? এখানে এভাবে থাকলে—বলা যায় না—হার্টফেলও করতে পারে। বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া দরকার। ওই তো বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

শশধর শীলাকে বহন করিয়া প্রস্থান করিল।
সরমার মুখ ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল

সরমা। ওমা! কি ঘেন্না। মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

কথা বলিতে বলিতে সরমা
বেদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

সরমা। আসুক ফিরে। আজই এর হেস্তনেস্ত করব। এখন বুঝেছি, কলকাতার বাইরে এত জায়গা থাকতে এখানে আসবার কেন এত তাড়া !

বেদীর নীচে মাটীর উপর ললিতের ছবি পড়িয়াছিল। সরমার চোখে পড়িতে সে তাহা কুড়াইয়া লইল। শশধর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল

শশধর। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্, আর ভয় নেই। এবার চট্ ক'রে চাঙ্গা হোয়ে উঠ্বে। (দূরে

চাহিয়া) ওকে। আরে। এ যে গিন্নি। ইতিমধ্যে এখানে এলেন কখন্? অত নিবিষ্ট চিত্তে কী নিরীক্ষণ করছেন? দেখি।

গাছের আড়ালে গেল

সরমা। (হাতের উপর ছবিখানার প্রতি চাহিয়া) কার ছবি? কেউ হয়ত ফেলে গেছে। কিন্তু ভারী সুন্দর ছবিখানা।

সরমা ছবি দেখিতে লাগিল। শশধরকে গাছের ফাঁকে দেখা গেল। সেখান হইতে সরমাকে ও ছবিখানাকে স্পষ্ট দেখা যায়। শশধর ছবিখানা দেখিতে লাগিল

শশধর। হুঁ! তাইতো বলি! এতদিন বুঝতে পারিনি, পত্নী আমার কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় যখন তখন! প্রেমিকের বিরহে তার ছবি নিয়ে···· বটে!

শশধর। ছবিখানা যে তুলেছে, তার কি চমৎকার হাত! ছবিখানা নিশ্চয়ই কারো প্রিয়-বস্তু। এর অঙ্গে সুগন্ধ মাখানো রয়েছে।

ছবিখানা নাকের কাছে ধরিল

শশধর। (চোখ পাকাইয়া) ছি, ছি, ছি, ছবির ওপরেই···· উঃ! কী ভয়ানক, ছবি দেখেই এই····লোকটা সামনে থাকলে না জানি! নাঃ! আর সহ্য হয় না। (অগ্রসর হইয়া কটুকণ্ঠে) কী গিন্নি, এখানে কি হচ্ছে ?

সরমা। এই যে! এসেছো! (ক্রুদ্ধভাবে) বলি, এত শীগ্‌গিরই তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হ'ল ?

শশধর। কার প্রেমাভিনয় ? আমার না তোমার ? আজ আর আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো নি ····হুঁ !

সরমা। কথা দিয়ে কথা চাপা দেবার চেষ্টা কোরো না।

শশধর। তা তো বটেই! তোমার ব্যবহারে আমার কথা বন্ধ হ'য়ে আসছে। আমি শশধর চক্রবর্তী, এম, জি, জে, জে, ভিডি (হোমিও ক্যাল), তার····

সরমা। তার লাম্পট্যে, তার বিশ্বাসঘাতকতায় আজ আমার····

শশধর। কী বল্‌ব! আজ আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বল্‌ছে····

সরমা। জানি, জানি, সেই কামনার আগুন কে জ্বালিয়েছে তাও স্বচক্ষে দেখেছি।

ছবি ফেলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে ললিতের প্রবেশ

ললিত। এই জায়গার কথাই তো চিঠিতে লেখা ছিল। কিন্তু কৈ, কারুকে তো দেখতে পাই না। ঐ যে, কে এক ভদ্রলোক রয়েছেন,....না, গোবিন্দ বাবু তো নন।

শশধর ছবি কুড়াইয়া লইল, তারপর অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ এক বেঞ্চে বসিল

ললিত। যাই, ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি—গোবিন্দবাবুর বাড়ি কোন্‌টা।

শশধর একমনে ছবি দেখিতেছে, ললিত কিছুদূরে তাহার পিছনে দাঁড়াইল। শশধরকে সে সম্বোধন করিবে, এমন সময় তাহার নিজের ছবি দেখিয়া সে বিস্মিত নির্বাক হইয়া গেল। শশধর তাহাকে দেখিতে পাইল না

শশধর। (ছবি দেখিতে দেখিতে নাতি-উচ্চকণ্ঠে) ছোঁড়াটার চেহারাখানা মন্দ নয়—কিন্তু এই সয়তান আমার ইজ্জত, আমার সুখ, আমার ভবিষ্যৎ সব কিছু নষ্ট করেছে। সামনে যদি পাই তাহলে....

ললিত। (স্বগত) কী আশ্চর্য! এ যে আমারই ছবি! এর মানে কি?

শশধর। হায় ভাগ্যহীন, মূঢ় শশধর! শেষকালে নিজের স্ত্রী তোমার সঙ্গে এই ব্যবহার করল? লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওই শশধর চক্রবর্তী যার স্ত্রী পরপুরুষকে ভজনা করে, তার ছবি নিয়ে রাত্রি যাপন করে, ছি, ছি!

ললিত। আমি কানে ঠিক শুনছি তো! আমিতো শীলাকে এই ছবি পাঠিয়েছিলাম! সে কি তাহলে ইতিমধ্যে....কি বিশ্বাসঘাতিনী মেয়ে....আমাকে তো কিছুই বলেনি....

এমন সময় শশধর বুঝিতে পারিল
তাহার পিছনে লোক দাঁড়াইয়া আছে।
সে উঠিয়া অন্যধারে চলিয়া গেল

ললিত। নাঃ! মন আমার ভেঙে পড়েছে। সব কথা শুনে যাওয়াই দরকার।

ললিত শশধরের নিকটবর্তী হইল

শশধর। (আড়চোখে পিছনে চাহিয়া স্বগত) লোকটা অতিশয় কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছে। কে এ?

শশধর ললিতকে দেখিল এবং
চিনিতে পারিল

শশধর। (স্বগত) কী আশ্চর্য! এই সেই নরাধম যার ছবি আমার হাতে।

ললিত। দেখুন, আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

শশধর। (আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আমাকে ?

ললিত। হ্যাঁ, আপনাকেই।

শশধর। বলতে পারেন।

ললিত। ওই ছবিটা আপনি পেলেন কোথায় ?

শশধর। (স্বগত) ধরা পড়ে গেছে, অথচ একফোঁটা ভয়-ডর নেই। কী নির্লজ্জ! (প্রকাশ্যে) এ ছবি পেয়েছি আপনারই একজন বিশেষ পরিচিত লোকের কাছ থেকে। তার সঙ্গে যে আপনার গোপন সম্পর্ক আছে, তাও আমার অজানা নেই। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না যে তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী এবং পরস্ত্রীর সঙ্গে····

ললিত। (সাশ্চর্যে) এ আপনি কি বলছেন!

শশধর। ঠিকই বলছি মশায়। এ-ছবি আপনি যাঁকে দিয়েছেন, তিনি এই হতভাগ্যের পত্নী।

শশধর চলিয়া গেল। ললিত বিমূঢ়ভাবে বেদীর উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতেছে। দুই চোখে অন্ধকার। সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল

ললিত। উঃ, কী প্রতারণা! শীলা, শীলা! তুমি এই লোকটার স্ত্রী! শেষকালে তুমি আমার সঙ্গে এমনি ছলনা করলে!

অদূরে শশধরের বাড়ির দ্বারমুখে সরমাকে দেখা গেল

সরমা। এর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে আমি ছাড়বো না। গেলো কোথায়?

অগ্রসর হইয়া ললিতকে দেখিতে পাইল

সরমা। ওখানে অমন ক'রে ব'সে কে?

ললিত মুখ তুলিল

সরমা। ওমা! এ যে সেই ভদ্রলোক যার ছবি এইমাত্র দেখলাম। বোধ হয় ছবিখানাই খুঁজছেন।

ললিত অপরিচিতা মহিলাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সরমা। (স্বগত) ভদ্রলোকের মুখখানা শুকিয়ে গেছে। বোধ হয় সারাদিন খাওয়া হয়নি। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি কারুর খোঁজে এখানে এসেছেন? দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন।

ললিত। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত শ্রান্ত। শুধু শ্রান্ত নয়, দেহ মন অত্যন্ত অসুস্থ।

সরমা। অসুস্থ! তাই তো। এখানে কোথায় এসে উঠেছেন ?

ললিত। কোথাও না। এসেছিলাম একজনের খোঁজে। কিন্তু সে প্রয়োজন এখন আর নেই।

অদূরে শশধরকে দেখা গেল। শশধর সরমা ও ললিতকে দেখিতেছে। তাহার চোখ-মুখ ক্রোধে ও ঈর্ষায় কঠিন। ললিত প্রস্থান করিল। সরমাও অন্যদিক দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় ললিত শীলার বাড়ির সম্মুখ দিয়া গেল। সেই সময় বারান্দা হইতে শীলা তাহাকে দেখিতে পাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। শশধর অগ্রসর হইয়া যেখানে সরমা ও ললিত দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে আসিল

শশধর। আমার চোখের সামনেই গোপন মিলন ঘট্‌ল। ওঃ! এর চেয়ে মর্ম-বিদারক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে।

অদূরে শীলা আসিল

শীলা। (এদিক ওদিক চাহিয়া) কই, কোথাও নেই। চলো

গেছে। আশ্চর্য ! আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল ! কেন গেল ?

শশধর শীলাকে দেখিতে পাইল না

শশধর। কী স্পর্ধা লোকটার ! আর কি গর্বিত ভাবেই না চলে গেল ! ওরে পাষণ্ড, যদি বুঝতিস্‌....

শীলা। (স্বগত) তাই তো ! ভদ্রলোক ললিতকে লক্ষ্য করেই তো চিৎকার করছেন। এঁর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হ'ল নাকি ? জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। (অগ্রসর হইয়া) শুনছেন !

শশধর। (ফিরিয়া) আমায় বলছেন ?

শীলা। হ্যাঁ, আপনাকেই। যে-ভদ্রলোক এইমাত্র এখান থেকে চলে গেলেন, তাঁকে আপনি চেনেন নাকি ?

শশধর। আজ্ঞে না, আমি তাকে চিনি না ; চেনে আমার স্ত্রী।

শীলা। কিন্তু আপনার ভাবে মনে হচ্ছে, আপনি লোকটির ওপর বিষম রেগেছেন।

শশধর। (উত্তেজিত) রাগবো না ? একশোবার রাগবো ! আমার অবস্থায় পড়লে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত রেগে উঠতো—আমি তো মানুষ !

শীলা। (আশ্চর্য) কী এমন তাঁর অপরাধ ?

শশধর। অপরাধ ! যার চেয়ে বড় অপরাধ মানুষে আর

কিছু করতে পারে না। বর্বর, সয়তান, লম্পট আমার মান-ইজ্জত হরণ করেছে।

শীলা। সে কি! কেমন করে?

শশধর। (দ্বিগুণ উত্তেজিত) এইমাত্র সে আমার স্ত্রীর সঙ্গে···· ছিঃ ছি ছি!

শীলা। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে? ললিত।

শশধর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার চোখের সামনেই তারা গোপনে মিলিত হয়েছিল এইখানে এইমাত্র!

শীলা। (কঠিন ভাবে) ও! তাই। তাই এই গোপনতা! তাই এই পলায়ন! কী প্রতারক, কি শঠ!

শশধর। ঠিক বলেছেন, দেবী! কী প্রতারক, কী ঠক!

শীলা। বিশ্বাসঘাতক! এমনি ক'রে ছলনা করা!

শশধর। বলুন, বলুন। আপনার কথা শুনে মনে অনেকখানি শান্তি পাচ্ছি।

শীলা। এ অপমান অসহ্য।

শশধর। অসহ্য! অসহ্য।

শীলা। নাঃ। আর আমি সইতে পারছি নে। মাগো!

চোখে আঁচল দিয়া শীলা প্রস্থান করিল।

শশধর। এই যে কোমল-প্রাণা মেয়ে—এও আমার অবস্থা দেখে কাতর হোয়ে পড়ল। সত্যিই, এ অপমান অসহ্য। এর প্রতিশোধ চাই। প্রতিশোধ চাই।

(থিয়েটারী ঢঙে পদচারণা) ঠিক হয়েছে। বিশ্বাস-ঘাতকের রক্ত নিতে হবে। কাফুরের ছিন্ন মুণ্ড! রক্ত চাই, রক্ত চাই।

উন্মত্তের মতো প্রস্থান।

কয়েক সেকেণ্ড ষ্টেজ অন্ধকার, তারপর আলো জ্বলিল। গোবিন্দ ও শীলার প্রবেশ। সঙ্গে মাধবী

শীলা। আর কখনো তোমার কথার অবাধ্য হবো না বাবা। এখন থেকে তুমি যা বলবে তাই করব।

গোবিন্দ। (খুশি মুখে) এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা! তাহ'লে আমি ভবতারণের বাবা ভৈরববাবুকে ডেকে পাঠাই, তিনি এসে তোমায় আশীর্বাদ ক'রে বিবাহের দিন স্থির করে যান।

শীলা। (শ্রান্ত কণ্ঠে) খবর পাঠাও।

গোবিন্দবাবু প্রসন্নমুখে প্রস্থান করিলেন। শীলা ও মাধবী বেদীর উপর বসিল। শীলা অবসন্ন-ভাবে মাধবীর কাঁধে মাথা রাখিল

মাধবী। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি মত দেওয়াটা কি ভালো হ'লো শীলা? ...সবদিক না দেখে....

শীলা। (সোজা হইয়া বসিয়া) আর কি দেখবো, মাধবী ?···· স্বচক্ষে দেখলাম, অন্য একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে প্রেমালাপ করছে। আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। এর পরে তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, তার মুখদর্শন করতেও ইচ্ছে নেই।

ললিতের প্রবেশ। চোখে-মুখে
দারুণ বেদনার ছাপ

ললিত। (ভগ্নকণ্ঠে) মুখদর্শন না কর ক্ষতি নেই ; কিন্তু যদি কখনো আমায় মনে পড়ে তখন····

শীলা। কী স্পর্ধা ! আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না !

ললিত। (ঈষৎ উত্তেজিত) তাত করছেই। কিন্তু আর যাই হই, বিশ্বাসঘাতক আমি নই।

সবেগে শশধরের প্রবেশ। তাহার হাতে
একটা মোটা লাঠি। দুই চক্ষু বিঘূর্ণিত

শশধর। একবার নয়, একশোবার আপনি বিশ্বাসঘাতক।

ললিত। (ফিরিয়া সাশ্চর্যে) কাকে বলছেন ?

শশধর। (এক পা পিছাইয়া) কাউকে বলিনি।

ললিত। লাঠি-সোঁটা নিয়ে আপনার এ 'রণং দেহি' মূর্তি কেন ? কার ওপর আপনার রাগ ?

শশধর। (আকাশের দিকে মুখ করিয়া) কারুর ওপর না। (স্বগত) মনে সাহস আনো শশধর, মনে সাহস আনো। (চোখ বুজিয়া) রক্ত চাই, রক্ত চাই।

ললিত। (বুঝিতে না পারিয়া) কি বলছেন?

শশধর। (সজোরে মাথা নাড়িয়া) কিছু না।

ললিত। (ক্ষণেক পরে শীলাকে) নায়ক এসে পড়েছেন তোমার পাশে। তাহ'লে এবার যুগলে প্রণাম নিবেদন ক'রে প্রস্থান করি।

শীলা। (বুঝিতে না পারিয়া) কী বলছ তুমি!

ললিত। বলছি ঠিকই। বুঝতেও যে পারো নি, এমন নয়।

শশধর। (আপন মনে) সাহস আনো শশধর! ভীমরবে গর্জে' ওঠো। রক্ত চাই, রক্ত চাই।

সরমার দ্রুত প্রবেশ। শশধর ও শীলা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাহার মুখ কঠিন বক্র আকার ধারণ করিল

সরমা। (শীলাকে) মাপ করবেন। কিন্তু এটা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

শীলা। কী উচিত হচ্ছে না ?

সরমা। এই যে আমার মন ভেঙে দিয়ে আমার জিনিষ ছিনিয়ে নিচ্ছেন !

শীলা। (স্বগত) উঃ, কী বেহায়া। সবার সামনেই প্রেম নিবেদন ! (প্রকাশ্যে ললিতকে দেখাইয়া) আপনার জিনিষ আপনি নিয়ে যান—আমার একটুও লোভ নেই।

শশধর। (সরমাকে) এখানে আসতে তোমার লজ্জা করল না ! (ললিতকে দেখাইয়া) এক দণ্ড না দেখে বুঝি থাকতে পারছিলে না !

সরমা। না, পারছিলাম না-ই তো। দেখতে এলাম তোমাদের যুগল-মিলন।

ললিত। এরা বলে কি !

শীলা। তাই তো, সব যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

মাধবী। ব্যাপারটা আমারও যেন কেমন-কেমন ঠেকছে ! দেখি তো, দু-একটা প্রশ্ন করে'? (অগ্রসর হইয়া) আপনারা অনেকক্ষণ থেকে ঝগড়া করছেন ; এইবার দয়া ক'রে আমার গোটাকয়েক প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি ? তাহলে বোধ করি এ-প্রহসন এখনি শেষ হবে।

ললিত। আপনার আবার কি প্রশ্ন ?

মাধবী। প্রথমে আপনিই বলুন—আপনি শীলাকে কিসের জন্যে দোষ দিচ্ছেন ?

ললিত। দোষ দেব না ? জোর ক'রে ওর বিবাহ দেওয়া হচ্ছে শুনে আমি সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, তিনদিন অনাহারে থেকে ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম, আর এসে শুনলাম, উনি আর সবুর করতে পারেন নি, ইতিমধ্যে বিবাহ ক'রে ব'সে আছেন। আমার প্রতি এই কি ওর সত্যিকারের ভালবাসা ?

মাধবী। (আশ্চর্য) বিবাহ করেছে ! কাকে ?

ললিত। (শশধরকে দেখাইয়া) এই লোকটাকে।

মাধবী। সে কি ! কে বলেছে আপনাকে একথা ?

ললিত। (শশধরকে দেখাইয়া) ইনি নিজে। এই কিছুক্ষণ আগে।

মাধবী। (শশধরকে) সে কি ! সত্যি বলেছেন ?

সকলে অবাক

শশধর। (মহা অপ্রস্তুত ও বিব্রতভাবে) আমি ? আমি তো এ-কথা····আমি বলেছি যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি বিবাহিত এবং দস্তুরমত আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহিত।

ললিত। কিন্তু আপনি আমার ছবি দেখে ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে উঠেছিলেন।

শশধর। নিশ্চয় উঠেছিলাম। এই যে সেই ছবি। (ছবি বাহির করিল)

ললিত। আপনি বলেছিলেন, যাঁর হাত থেকে এ-ছবি পেয়েছিলেন, তিনি আপনার স্ত্রী।

শশধর। নিশ্চয় বলেছিলাম। (সরমাকে দেখাইয়া) এঁর হাত থেকে আমি ছবি পেয়েছিলাম, এবং পেয়েছিলাম ব'লেই জানতে পারলাম, ইনি কতখানি শঠ্ আর কতদূর্....

সরমা। (রাগিয়া) চুপ্ কর। এ-ছবি আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। কী সাহসে তুমি আমায়....

শীলা। ছবিখানা আমার দোষেই হারায়। আমি ফেলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মূর্ছার মতো হয়, সেই সময় (শশধরকে দেখাইয়া) ইনি আমায় দয়া ক'রে বাড়ির ভিতর দিয়ে আসেন। ওঁর মত সৎ আর ভদ্রলোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

সরমা। ওমা, তাই নাকি! ছি, ছি, কী লজ্জা। অনর্থক অমন দেবতার মত স্বামীকে সন্দেহ করেছি।

শশধর। তাই তো, তাহ'লে তো বড় অন্যায় করেছি সরমাকে সন্দেহ ক'রে। ওর তো কোন দোষ নেই।

ললিত। শীলা।

শীলা। কী বল ?

ললিত। সমস্তই তো বোঝা গেল। এখন, আমায় মাপ করতে পারবে কি ?

শীলা। একশোবার পারবো। আমিও তো তোমায় কম সন্দেহ করিনি। (ললিতের পাশে গিয়া দাঁড়াইল)

ব্যস্তভাবে গোবিন্দর প্রবেশ

গোবিন্দ। শীলা (চারিদিক দেখিলেন। শীলা ললিতের পাশে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাঁহার মুখ কঠিন হইল) শীলা, শিগ্‌গির বাড়ির ভিতর এসো। ভৈরববাবু আসছেন—ঐ যে।

শীলা। বাবা, একটা কথা বলবার আছে।

গোবিন্দ। আবার কী কথা ?

শীলা। তুমি আমায় অনুমতি দাও····

গোবিন্দ। কিসের অনুমতি ?

ললিত। যদিও আমি শীলার অযোগ্য, তাহলেও আপনি অনুমতি দিন, আমরা····

গোবিন্দ। (ধমক দিয়া) চুপ, চুপ!

গোবিন্দ কিছুক্ষণ ধরিয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তারপর দু-একবার চশমা ঠিক করিলেন

গোবিন্দ। বলি, আমি পাগল হয়েছি, না, তোমরা সবাই মিলে পাগল হয়েছ—এ-কথা আমায় কে বুঝিয়ে দেবে!

শশধর। (অগ্রসর হইয়া) কিছুক্ষণ আগে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে আমাদেরই পাগল হবার কথা। কিন্তু এখন আমরা সকলেই প্রকৃতিস্থ। এবং আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি এঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।

মাধবী ও সরমা। আমাদের সকলেরই অনুরোধ।

গোবিন্দ। (একটু পরে) কিন্তু আমি এখন ভৈরবকে বলি কি?

ভৈরববাবুর প্রবেশ

ভৈরব। এই যে গোবিন্দ।

গোবিন্দ। (মাথা চুলকাইয়া অপ্রস্তুতভাবে) এই যে এসো।

ভৈরব। (দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে) তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি, গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কিন্তু, তার আগে আমার একটি কথা তোমায় রাখতে হবে ভাই।

ভৈরব। তা নিশ্চয় রাখবো। তবে আমার কথাটা আগে শোন।

গোবিন্দ। কি বল।

ভৈরব। তোমার কাছে আমি ভারী লজ্জিত আর নিতান্ত অপরাধী। কিন্তু ভাই, এখন আর কোন উপায় নেই। আমার ছেলে ভবতারণ আমাকে না জানিয়ে অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির ক'রে ফেলেছে। কাজেই, এখন আর····

গোবিন্দ। আরে এই কথা! তার জন্যে তুমি অত 'কিন্তু' হচ্ছ কেন? আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আর কি আমাদের দিন আছে রে ভাই! ওর জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না ভৈরব।

ভৈরব। (সানন্দে) তুমি ঠিক বলছ, কিছু মনে করো নি?

গোবিন্দ। আরে না, না; কিছু মনে করিনি।

ভৈরব। আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে; কী মহৎ তোমার অন্তঃকরণ!

গোবিন্দ। ও কিছু নয়—-ঠেলায় পড়লে ওরকম সকলেই হয়। এখন চল, এ-সব ছেলে-মেয়েদের দল ছেড়ে নিরিবিলি ব'সে আমরা দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি।

উভয়ের প্রস্থান

যবনিকা

নন্‌সেন্স্

পরিচয়

পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ব্যক্তি (তাহাকে স্পষ্ট দেখা যায় না)

তিনজন দেশভ্রমণকারী

ফটোগ্রাফার

দু'জন দেশওয়ালী

মহিলা

বৃদ্ধ

পুরোহিত

ফেরিওয়ালা

হোটেলওয়ালা.

সাংবাদিক

দেশসেবক

দু'জন পাহারাওলা

দু'জন মাতাল

তিনজন পথিক

জনতা

ন ন্ সে ন্স্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। উত্তর ভারতের পাহাড়-ঘেরা এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। অদূরে স্বল্পতোয়া নদী, নদীর পারে একটি সরাইখানা। তাহার ভিতর অনেক লোক বসিয়া পানাহার এবং হট্টগোল করিতেছে। সরাইখানার সুমুখে দুই ধারে একটা বড পাহাড়ের দুরারোহ চূড়া যেন শূন্য হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তাহারই একাংশে আবছা দেখা যায়, পাথর এবং বন্যগাছের শিকড়ে যেন এক ব্যক্তি আটকাইয়া আছে এবং কোনমতে নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিয়া এখনো পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে। লোকটি কেমন করিয়া এমনতর দুর্গম স্থানে পৌঁছিয়া এভাবে বিপদগ্রস্ত হইল তাহা কেহ জানে না, বোধ হয় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন রকমে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছিল, তারপর পা পিছলাইয়া উপর হইতে নীচে পড়িতে পড়িতে ঐ স্থানে আট্‌কাইয়া গেছে। কিন্তু বোধ হইতেছে যে সে আর বেশীক্ষণ ঐরূপ অবস্থায় থাকিতে পারিবে না, এখনি পড়িয়া যাইবে। নীচে যে-স্থানে তাহার পতন হইবে সে-স্থানটা কঠিন পাথরে পরিপূর্ণ, সুতরাং পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যুও যে অবধারিত তাহা আশেপাশের দর্শকবৃন্দ একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছে।

নীচে বহু লোক জমিয়াছে। মাটিতে একপাশে একটা মই আর খানিকটা দড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। বোঝা যায়, ঝুলন্ত লোকটিকে নীচে হইতে উদ্ধারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইযাছে। এখন শুধু তাহার পতনের অপেক্ষা। সেই দৃশ্য দেখিয়া মজা উপভোগ করিবাব জন্য বহু লোক জড হইযাছে। তাহারা নানা ভাষায কলবব করিতেছে। দু'জন পাহারাওলা জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সকলেই উর্ধ্বদৃষ্টি। চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনাব সাড়া পড়িযা গেছে।

১ম পথিক। (হাত নাড়িযা) এই পড়ল। পড়ল ব'লে।

২য় পথিক। পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। আহা বেচারী।

১ম দেশওয়ালী। শালা গিরছে না! যব্ গিরবে তব্ খুব মোজা হোবে বাবুজি! (উপবে চাহিযা) আরে বাবা, গিরো, কাঁহে ঝুটমুট হাম-লোগণকো খাড়া রাখা হ্যায়।

১ম ভ্রমণকারী। অনেকক্ষণ থেকে ঐভাবে ঝুলে আছে বুঝি?

১ম পথিক। অনেকক্ষণ। ভোর থেকে দেখছি। কাল রেতে মালের ঝোঁকে বোধ হয় উঠে গিছল।

২য় ভ্রমণকারী। ওকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টাই কি হয় নি?

৩য় পথিক। হাত পা ভাংতে কে ঐ জায়গায় উঠবে বলুন ? তার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে····

১ম দেশওয়ালী। তামাসা দেখ্‌না বহুৎ মজাদার।

১ম ভ্রমণকারী। লোকটা দুলছে। পড়ল। পড়ল!

অনেকে। সর, সর, পড়ছে।

১ম পাহারালা। হঠ্ যাও, হঠ্ যাও। আবি গিরে গা।

মহিলা। (সখেদে) এখনি পড়বে ! আর উনি এখন হোটেলে ব'সে খাচ্ছেন ! সকলে মজা দেখবে। উনি দেখতে পাবেন না।

অদূরে হোটেলের ভিতর কোলাহল। 'এই বেহারা, সরাব লাও, গোস্ লাও, সোডা পানি, সোডা পানি' ইত্যাদি রব

দুইজন ভ্রমণকারী দূরবীণ কসিতে লাগিল

১ম ভ্রমণকারী। লোকটার বয়স বেশি নয়।

২য় ভ্রমণকারী। আটাশ থেকে ত্রিশ হবে।

১ম ভ্রমণকারী। মোটেই না। পঁচিশেরও কম।

২য় ভ্রমণকারী। কিছুতেই না।

১ম ভ্রমণকারী। আলবৎ। বাজী ধর।

২য় ভ্রমণকারী। একশো টাকা।

১ম ভ্রমণকারী। রাজী।

১ম পথিক। (একজন পাহারাওলার প্রতি) ওকে নামিয়ে নিতে পারছো না?

১ম পাহারালা। না। অনেক চেষ্টা হয়েছে। অত উঁচু মই নেই। পাহাড়ে কেউ উঠ্‌তে পারছে না।

২য় পথিক। কতক্ষণ আটকে আছে?

২য় পাহারালা। কাল সন্ধ্যা থেকে।

১ম ভ্রমণকারী। চব্বিশঘণ্টারও বেশি। তাহলে আজ রাতের মধ্যে নিশ্চয় পড়বে।

২য় ভ্রমণকারী। আধঘণ্টার মধ্যে পড়বে। বাজী ধর।

১ম ভ্রমণকারী। দু'শো।

২য় ভ্রমণকারী। রাজী।

মহিলা। (সখেদে) এরা বাজী ধরছে। কি মজা। লোকটা এখনি পড়বে। উনি কিছুই দেখতে পেলেন না।

ফটোগ্রাফার। (উপর দিকে চাহিয়া) ওহে, এখন কেমন বোধ করছ?

ঝুলন্ত ব্যক্তি। (অস্ফুটে) খুব খারাপ।

বৃদ্ধ। (একজন পথিককে ধাক্কা দিয়া) আঃ! আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছ কেন বেকুব কোথাকার। দেখছ না, আমি বুড়োমানুষ....

পথিক। তা বলে এমন ক'রে আমায় ধাক্কা দেবেন! যদি প'ড়ে যেতাম।

বৃদ্ধ। তাহলে ভালই হ'ত।

পথিক। ভালই হ'ত! বেশ তো আপনার বিবেচনা! আপনি বয়োবৃদ্ধ, আপনার মুখ থেকে এমন কথা শুনবো আশা করিনি।

বৃদ্ধ। অ্যাঁঃ, আশা করিনি! আজকালের ছোকরা কিনা! কথা শিখেছে কেবল! 'আশা করিনি!' কিন্তু এসব বিষয়ে কি জান তোমরা ?

পথিক। এর মধ্যে জানবার কি আছে ? লোকটা এখনি প'ড়ে মরবে, এই তো জানি।

বৃদ্ধ। (মুখ বক্র করিয়া) প'ড়ে মরবে! মানুষকে প'ড়ে মরতে দেখেছো কখনো ? চার তলা উঁচু থেকে প'ড়ে মাথার খুলি ফেটে ঘি বেরিয়ে পড়েছে—দেখেছো! আমি দেখেছি। বোসেস্ সার্কাসে, ট্রাপিজের ওপর থেকে সেরা খেলোয়াড় পড়ল—নিমেষে চুরমার। মানুষের মৃত্যু দেখার যে কি মজা তা তোমরা কি জানবে ? দশমাস পোয়াতি মেয়ের পেট চিরে ছেলে বার করা দেখেছো, নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে—রক্তগঙ্গা, দেখেছো ? আমি দেখেছি!

মহিলা। (সখেদে) উনি যে কি করছেন! এত

সব কাণ্ড হচ্ছে, উনি কিছুই শুনতে পেলেন না!

একজন দেশসেবকের প্রবেশ। তাহার পিছনে আরও লোক। দেশসেবক বিলক্ষণ উত্তেজিত

দেশসেবক ভদ্রমহোদয়গণ! এ অত্যন্ত লজ্জার কথা। আমাদেরই দেশের একজন লোক আজ এইভাবে বিপন্ন আর তাকে উদ্ধার করবার কোন চেষ্টা নেই! এই কি আমাদের সভ্যতা? এই কি আমাদের দেশপ্রেম?

বৃদ্ধ। জ্বালালে।

দেশসেবক এই যে পাহারাওলা সাহেব। এখানে করছ কি?

পাহারালা। লোকটা যেখানে পড়বে সেজায়গাটা পরিষ্কার ক'রে রাখছি। অপেক্ষা করছি কখন্ পড়বে।

দেশসেবক। তবু ভাল। কিন্তু তার আগে ওকে বাঁচানো দরকার। মনুষ্যত্বের আহ্বান এসেছে। তাকে উপেক্ষা করা যায় না। ওকে বাঁচানো চাই। কি বলেন্ আপনারা?

বহু লোক। (একসঙ্গে) নিশ্চয়। নিশ্চয়।

দেশসেবক। আমরা বর্বর নই, অসভ্য নই, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা না থাকলে জগতের কাছে আমরা মুখ দেখাবো কি ক'রে ? শাসন বিভাগের হাতে যত প্রকার উপায় আছে, ওই লোকটিকে বাঁচাবার জন্যে সেই সব উপায় যাতে অবলম্বন করা হয় তার জন্যে আমাদের দস্তুরমত আন্দোলন করতে হবে।

১ম ভ্রমণকারী। ঠিক বলেছেন! ঘোরতর আন্দোলন দরকার। যথাসম্ভব শিগ্‌গির জনসভা আহ্বান করা হোক। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে শাসনকর্তাদের চমক লাগানো হোক। তবে কাজ হবে।

২য় ভ্রমণকারী। এখানে কর্পোরেশন নেই বুঝি ? কলকাতা হ'লে এতক্ষণ কর্পোরেশনের কাউন্‌সিলরদের ব'লে মিটিং ক'রে ব্যবস্থা করা হ'ত।

৩য় ভ্রমণকারী। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিলে হয় না ?

দেশসেবক। ঠিক বলেছেন। দরখাস্ত দেওয়া বিশেষ দরকার। আজই দরখাস্ত দিতে হবে। বিপন্ন দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

৩য় ভ্রমণকারী। দরখাস্তে কি একথা লেখা হবে ?

দেশসেবক। নিশ্চয় লেখা হবে।

৩য় ভ্রমণকারী। তাহলে আমি তাতে নেই।

দেশসেবক। ছি ছি! এই আপনাদের দেশপ্রেম! আমি কাগজে লিখবো একথা। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির মিটিংএ প্রস্তাব আনবো। কিন্তু এখন কি করা ? চলুন সকলে ট্যাক্স-আফিসে যাওয়া যাক। দেখি, তারা যদি কিছু করতে পারে। (উপর দিকে চাহিয়া) ওহো শুনছো। তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমরা ট্যাক্স আফিসে যাচ্ছি। তুমি ট্যাক্স দাও তো ? খাজনা বাকী নেই ?

ঝুলন্ত ব্যক্তি। পাগল! এরা সব পাগল।

১ম পথিক। লোকটা ভুল বক্‌ছে! বোধ হয় ঝুলে থেকে থেকে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

২য় দেশওয়ালী। ভুল নেহি, সাচ্চাই বোলছে! উহ্ আবি গিরবে আর তুমিলোক এখন মিটিং চালাবে, জুলুস নিকাল দেবে। রাম কহো!

দেশসেবক। অজ্ঞদের কথায় কান দেবার দরকার নেই। 'এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা!' কিন্তু সে কাজ অন্য সময়ে। এখন আসুন

আপনারা, সরকারী-দপ্তরখানায় যাওয়া যাক।

অনেকে। চলুন, চলুন।

দেশসেবক ও বহু লোকের প্রস্থান। অদূরবর্তী হোটেল গুলজার। মজা দেখিতে যাহারা জমায়েৎ হইয়াছে তাহারা মাঝে মাঝে হোটেলে গিয়া পানাহার করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ভিতর হইতে দুইজন মাতালের প্রবেশ

১ম মাতাল। (হাত নাড়িয়া) ওহে, লোকটা এখনো ঝুলছে!

২য় মাতাল। এখনো? সাঙাৎ বোধ হয় এক পিপে টেনে উঠেছে।

১ম মাতাল। (উপরে চাহিয়া) বলি, কেমন আছ হে? এক পাত্তর চলবে নাকি?

২য় মাতাল। আরে, কি বলছ তুমি! লোকটা এখনি প'ড়ে মারা পড়বে আর তুমি ওকে প্রলোভন দেখাচ্ছ? ছি ছি, তোমার এতটুকু ধর্মজ্ঞান নেই।

হোটেলের ভিতর সঙ্গীতের কলরব উঠিল। তাহার সুরে সুর মিলাইয়া মাতালদ্বয় গাহিতে লাগিল। অকস্মাৎ গোলমাল করিতে করিতে অনেক লোকের প্রবেশ। তাহাদের মাঝখানে একজন সাংবাদিক

১ম পথিক। খবরের কাগজের সম্পাদক এসেছে। স'রে যাও, স'রে যাও। (চারিদিকে উত্তেজনা)

সাংবাদিক। কোথায় সে ?

১ম পথিক। এই যে এদিকে আসুন। (উপরে হাত বাড়াইয়া) ওই। এইদিক থেকে দেখুন।

সাংবাদিক। দেখতে পেয়েছি। হুঁ। অবস্থাটা সুবিধের নয়। (কাগজ কলম বাহির করিল)

অনেকে একসঙ্গে। ওহে, সাংবাদিক এসেছে! খবরের কাগজ....

সাংবাদিক। চুপ করুন। আপনারা সকলে চুপ করুন।

অনেকে। চুপ, চুপ।

সাংবাদিক। (উপরের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে শুনছ! আমি হচ্ছি, 'তরুণ ভারত' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। আমি তোমার সম্বন্ধে খবর লিখতে এখানে এসেছি। তোমায় কয়েকটা

প্রশ্ন করতে চাই। (ঝুলন্ত ব্যক্তি কি বলিল বোঝা গেল না) কি বলছ, শুনতে পাচ্ছি না। অ্যাঁ! কি বলছ! তাই তো, শোনা যাচ্ছে না। তুমি কি বিবাহিত? কি বলছ? অ্যাঁ!

১ম পথিক। বোধ হয় বলছে যে, অবিবাহিত।

১ম ভ্রমণকারী। না, না। বিয়ে হয়েছে বললে।

সাংবাদিক। বিবাহিত। তাই হবে। লিখে নিলাম, বিবাহিত। ছেলেমেয়ে ক'টা? কি বলছ? বোধ হয় বল্‌ছে, তিনটে। আচ্ছা, লিখে নিলাম, পাঁচটা।

২য় ভ্রমণকারী। কি ট্র্যাজেডি। পাঁচটা ছেলেমেয়ে!

সাংবাদিক। কেমন করে তোমার এ অবস্থা হ'ল? শুনতে পাচ্ছি না! আপনারা কেউ জানেন?

১ম পথিক। বোধ হয় পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

১ম ভ্রমণকারী। ও নিজেই জানে না, কেমন ক'রে এ অবস্থা হ'ল।

২য় পথিক। বোধ হয় বেড়াতে বেড়াতে....বোধ হয় মাথা খারাপ....

সাংবাদিক। চুপ করুন, চুপ করুন আপনারা। (লিখিতে লিখিতে) "দুর্ভাগা যুবক, বাল্যকাল হইতেই

মস্তিষ্কের রোগে আক্লিষ্ট....পূর্ণিমার উজ্জ্বল রাত্রে পর্বতারোহণের মায়া....উঠিতে উঠিতে পথ হারাইয়া....”

১ম ভ্রমণকারী। এখন তো অমাবস্যার কোটাল! পূর্ণিমা কোথায়?

২য় ভ্রমণকারী। আরে রেখে দাও তোমার তিথিজ্ঞান। জনসাধারণ কি সেসবের জন্যে কেয়ার করে নাকি! সম্পাদক যখন লিখছে তখন আলবৎ পূর্ণিমা।

সাংবাদিক। (উপরদিকে চাহিয়া) এখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম-? চেঁচিয়ে বল।

জনতা। চুপ, চুপ। শোন সকলে, কি রকম ওর মনের অবস্থা।

সাংবাদিক। (লিখিতে লিখিতে) “বিপন্ন যুবকের সারা দেহে মৃত্যুর অবসাদ....সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া.... কোন আশা নাই....মানসনেত্রে সে তাহার সুখের সংসারকে প্রত্যক্ষ করিতেছে... তাহার স্ত্রী....পাঁচটি ছেলেমেয়ে....তাহার শেষ ইচ্ছা, তাহার অন্তিম বাণী সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ হয়....”

বৃদ্ধ। মিথ্যা কথা। জোচ্চোর।

সাংবাদিক। কে জোচ্চোর? আমি?

বৃদ্ধ। কেউ নয়! কেউ নয়! ওকে পড়তে দিন। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

জনতা। পড়ছে। পড়ছে।

সাংবাদিক। (উপরে চাহিয়া) আর দু'মিনিট সবুর কর। দু'মিনিট। শোন, আমার শেষ প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা করছি : মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর কাছে দেবার মত তোমার বাণী কি কিছুই নেই ?

ঝুলন্ত ব্যক্তি। আছে।

সাংবাদিক। বল। বল।

ঝুলন্ত ব্যক্তি। তারা সব মরুক, উচ্ছন্নে যাক, তাদের সর্বনাশ হোক।

সাংবাদিক। সে কি! হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক (লিখিতে লিখিতে) "মর্মন্তুদ অন্তর্বেদনা....তাহার শেষ উক্তি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য....তাহাতেই ভারতের মুক্তি....দ্বিতীয় গোল টেবিল..."

১ম ভ্রমণকারী। কিন্তু এসব কথা তো....

২য় ভ্রমণকারী। আঃ, থামো না। কে বললে, বলেনি ? কাগজে ছাপা হবে, সেকি মিথ্যে হ'তে পারে ?

দ্রুতবেগে স্থানীয় পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। সরুন, সরুন (ভিড় সরাইয়া উপর দিকে

চাহিয়া) ওহে, শুনছ, তোমার পারলৌকিক মঙ্গলক্রিয়া এবং হোমযজ্ঞ ক'রে এলাম। মৃত্যুর পর তুমি শান্তিলাভ করবে। খরচ হয়েছে ন'টাকা তেরো আনা। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা বল বাবা, খরচটা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে তো !

ঝুলন্ত ব্যক্তি। (অস্ফুটে) খরচ তারা দেবে না। আমার পরপারের ঠিকানাটা জেনে নিন্, সেখানে গিয়ে আমার কাছ থেকে আদায় করবেন।

১ম মাতাল। (দ্বিতীয়কে) ওহে শুনছ, লোকটা জ্ঞানী বটে। পরপারের ঠিকানা বলছে ?

বৃদ্ধ। মিথ্যাবাদী। কে জানে ঠিকানা ?

ঝুলন্ত ব্যক্তি। ওই যে সবজান্তা নাকলম্বা লোকটা লিখছে, ও জানে।

পুরোহিত। তাহ'লে তুমি আমার হকের কড়ি দেবে না ?

সাংবাদিক। (লিখিতে লিখিতে) "দুর্ভাগা যুবকের অতীত জীবনের কিছু কিছু রহস্য আমরা অবগত হইয়াছি। জীবনে সে অনেককে ঠকাইয়াছে, এমন কি তাহার ধর্মগুরু পুরোহিতকে পর্যন্ত অন্তিমকালে ঠকাইতে দ্বিধা করে নাই। সে ব্যাঙ্কলুঠ, রাহাজানি এসব কাজেও

অনভ্যস্ত ছিল না, হয়ত সে বহু লোকের মাথা ভাঙ্গিয়াছে....”

ঝুলন্ত ব্যক্তি। এইবার তোমার মাথা ভাংবো। ওহে বেহারা, হোটেলওয়ালাকে বল, আর তো পারি না। কোমরটা যে ফেটে চৌচির হ’ল।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড গোলমাল। উত্তেজিত ভাবে কয়েকজনের প্রবেশ। জনতার মধ্যে দেশসেবক ও অদূরবর্তী সরাইখানার মালিক হোটেলওয়ালাকে দেখা গেল।

দেশসেবক। জোচ্চুরি! সয়তানি! পুলিস! পুলিস!

১ম ভ্রমণকারী। কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

হোটেলওয়ালা। তামাসা, মহাশয়গণ, নির্দোষ তামাসা। আপনারা আনন্দ পাবেন বলেই এই ব্যবস্থা করেছি।

ঝুলন্ত ব্যক্তি। ওহে হোটেলওয়ালা।

হোটেলওয়ালা। থাম তুমি, চেঁচিও না।

ঝুলন্ত ব্যক্তি। আর কতক্ষণ এমনভাবে থাকবো? তুমি তো বলেছিলে, সন্ধ্যা হ’লেই....

হোটেলওয়ালা। চুপ, চুপ।

দেশসেবক। (বাগোন্মত্ত) ভদ্রমহোদয়গণ, শুনছেন আপনারা। কি জুয়াচুরী, কি ব্যভিচার। (হোটেলওয়ালাকে দেখাইয়া) এই রাস্কেল, এই সয়তান ওই লোকটাকে ভাড়া ক'রে ওকে পাহাড়ের চূড়োয় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে।

জনতা। বেঁধে রেখেছে? দড়ি দিয়ে?

দেশসেবক। নিশ্চয়। শক্ত দড়ি দিয়ে, সেই জন্যেই তো ও পড়ছে না। লোকটা মিথ্যে পড়বার ভান ক'রে ওখানে ঝুলে আছে, আর আমরা এতগুলো লোক বৃথা ওর পড়বার প্রত্যাশায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ও পড়বে না। পড়তে পারে না।

ঝুলন্ত ব্যক্তি। পড়ব না-ই তো! পাঁচ টাকার জন্যে পাথরের ওপর মাথা ঠুকে পড়ব আর তোমরা মজা দেখবে! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি। ওহে হোটেলওয়ালা! ঢের হয়েছে বাবা এইবার নামিয়ে নাও।

বৃদ্ধ। সে কি! ও পড়বে না? তাহ'লে কে পড়বে?

১ম ভ্রমণকারী। আলবৎ ওকে পড়তে হবে। তিনটাকা টাঙা ভাড়া দিয়ে....

২য় ভ্রমণকারী। না খেয়ে না দেয়ে ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

হোটেলওয়ালা। খাওয়া হয় নি ? চলুন না, আমার হোটেলে, ভাল ভাল খাবার আছে, পেস্তার লাড্ডু, ছানার কচুরী····

১ম দেশওয়ালী। ইয়ে হোটেলওয়ালা আচ্ছা মজা করিয়েছে, আদমীলোক জমায়েৎ হোবে, আর উনকো দোকানে খানাপিনা কোরবে! শালা এক আনাকা চিজ্ চৌ-আনিমে চালাবে।

সাংবাদিক (লিখিতে লিখিতে) "জঘন্য সয়তানি! বিরাট ভণ্ডামি! কল্পনাতীত জুয়াচুরি! একজন বিবেকশূন্য হোটেলওয়ালা তাহার দোকানের আয় বাড়াইবার জন্য মানুষের অন্তরের সৎ অনুভূতিগুলির উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে ·· উন্মত্ত জনতার বিক্ষোভ····"

ঝুলন্ত ব্যক্তি। ওহে হোটেলওয়ালা! বলি, নামাবে কিনা ?

হোটেলওয়ালা চেল্লাচ্চ কেন ? কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে? এই কিছুক্ষণ আগেও তো তোমায় খাবার দিয়ে এসেছি।

দেশসেবক। আমাদের মাথা কিনেছো! পাজী কোথাকার? জান, তুমি আমাদের কি করেছ ? আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমের সুবিধা নিয়ে তুমি আমাদের—

মনোকষ্ট দিয়েছো, আমাদের উত্তেজিত করেছো, আমাদের জনসভা আহ্বান করতে প্ররোচিত করেছো। কিন্তু এসবের ফল কি হ'ল ? কিছুই না। লোকটা পড়বে না।

পুরোহিত। কিন্তু আমার যজ্ঞক্রিয়ার খরচ ? আমি যে ওর পারলৌকিক ক্রিয়া পর্যন্ত করলাম।

১ম মাতাল। ঘরে যাও বাবাঠাকুর। তোমার পারলৌকিকের সময় শোধ দেওয়া হবে।

দেশসেবক। না, না, এর প্রতিকার চাই। পুলিস, হাঁ ক'রে দেখছো কি ? গ্রেফ্তার কর। অর্ডিন্যান্স্ চালাও।

সাংবাদিক। নিশ্চয় অর্ডিন্যান্স্। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা। জাপানী ষড়যন্ত্র।

১ম ভ্রমণকারী। জাপানের গুপ্তচর। ফিফ্থ্ কলমনিষ্ট্!

হোটেলওয়ালা। মাননীয়গণ! এবারের মত আমায় মাপ করুন। আমি শপথ করছি, এর পরের বার ও নিশ্চয় পড়বে, দস্তুরমত পড়বে।

ঝুলন্ত ব্যক্তি। পরের বার। সে আবার কি ?

হোটেলওয়ালা তুমি চুপ কর। বেকুব কোথাকার।

১ম ভ্রমণকারী (দ্বিতীয়কে) চ'লে এসো। ননসেন্স!

২য় ভ্রমণকারী চল। কিন্তু কিছু খেয়ে নিলে হয় না ? বড্ড খিদে পেয়েছে।

হোটেলওয়ালা। খিদে পেয়েছে? আসুন না, আমার হোটেলে, ভাল ভাল খাবার আছে, পেস্তার লাড্ডু, ছানার কচুরী····

১ম ভ্রমণকারী। ছানার কচুরী! নন্‌সেন্স্‌!

বৃদ্ধ। কিন্তু ও পড়বে না?

হোটেলওয়ালা। পড়বে, নিশ্চয় পড়বে। এবারে নয়। আসচে মেলায় ও নিশ্চয় পড়বে। চলুন, চলুন আপনারা! দেরী করলে, খাবার ফুরিয়ে যাবে।

১ম ভ্রমণকারী। নন্‌সেন্স্‌।

যবনিকা



এই লেখকের লেখা :

যাত্রা হল সুরু (উপন্যাস)

অন্তরীক্ষ (উপন্যাস)

চলচ্ছায়া (,,)

বিয়োগান্ত (গল্প)

পূর্বাপর (গল্প)

হে মহাজীবন (জীবনী)

অলিভার টুইস্ট (শিশুপাঠ্য)